আগস্ট ২০১৬, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৩

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

২০১৭ অর্থবছরের প্রথমার্ধের
মুদ্রানীতি ঘোষণা

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

বিশ্ব অর্থনীতিতে Brexit এর প্রভাব

> আমাদের সময় কাজ করেছি সময় নিয়ে, চাপমুক্ত পরিবেশে। তাই হয়ত কাজে ভুল হত কম। এখন কাজে যেমন গতি এসেছে তেমন রিস্কও বেড়ে গেছে।

নাজমুন নাহার
প্রাক্তন যুগ্মপরিচালক

evsjv‡`k e¨vsK cwi µgvi wbqwgZ Av‡qvRb ¯§wZgq w`‡bi Gev‡ii AwZw_ evsjv‡`k e¨vs‡Ki cv³b hM¥cwiPvjK (Acv‡ikbvj g¨v‡bRvi) bvRgb bvnvi| wZwb 1976 mv‡ji 30 wW‡m¤i †K›`ªxq e¨vs‡Ki PvKwi‡Z †hvM`vb K‡ib| Gici Bbdi‡gkb wm‡÷gm †W‡fjc‡g›U wWcvU©‡g›U †\_‡K 2006 mv‡j mvdj¨gq `xN KgRxeb †k‡l PvKwi †_‡K Aemi †bb| evsjv‡`k e¨vs‡Ki cv³b GB KgKZvi mv‡_ AvjvcPvwiZvq D‡V G‡m‡Q Zvi KgRxe‡bi bvbvb ¯§wZ|

`xN KgRxeb mdj fv‡e m¤úbœ K‡i GLb Aemi mgq wKfv‡e KvU‡Q ?

অবসর সময় কাটছে একরকম। আমি সেলাই করতে খুব পছন্দ করি। চাকরিজীবন থেকে অবসর নেয়ার পর সেলাইয়ের পেছনেই বেশি সময় ব্যয় করি। উল, এমব্রয়ডারি ইত্যাদি প্রায় সব ধরনের সেলাই করি। গুজরাটি, ভরাট, লেজিলেজি ইত্যাদি এমব্রয়ডারির কাজ করি। এছাড়া আমার পাঁচ বছরের নাতনিকে নিয়ে সময় কাটাই।

evsjv‡`k e¨vs‡Ki PvKwi‡Z †hvM`v‡bi AwfÁZv ejb|

পড়াশুনা শেষ করে সোনাইমুড়ি গার্লস হাইস্কুলে চাকরি করি দেড় বছর। বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে যোগদান করি ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭৬ কম্পিউটার উপবিভাগে পাঞ্চিং মেশিন অপারেটর হিসেবে। সেসময় গ্রেড কি, বেতন কত কিছুই জানিনা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চাকরিতে যোগ দিচ্ছি এটাই বড় মনে হয়েছে।

‘কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চাকরিতে যোগ দিচ্ছি এটাই বড় মনে হয়েছে।’-*নাজমুন নাহার*

Avcbvi PvKwiRxeb m¤ú‡K© wKQ ejb|

বাংলাদেশ ব্যাংকের কম্পিউটার উপবিভাগে অপারেটর হিসেবে চাকরিজীবন শুরু করি। এরপর সুপারভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। তৎকালীন মেইনফ্রেম কম্পিউটার অপারেশনে কাজ করি। ১৯৮২ সাল থেকে একই বিভাগের অ্যাডমিনিস্ট্রিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হই। এই দায়িত্ব থেকেই ৩০ ডিসেম্বর ২০০৬ অবসর গ্রহণ করি।

evsjv‡`k e¨vs‡K Kw¤úDUv‡ii µgweKv‡ki mv ÿx wn‡m‡e Avcbvi Kv‡Q G welq Rvb‡Z PvB-

১৯৭৬ সালে যখন ডাটা এন্ট্রির কাজ বাংলাদেশ ব্যাংকে সম্পন্ন হত তখন এসবের প্রিন্ট কপি চলে যেত আদমজী কম্পিউটারে। অফিস সহকারী দিয়ে সেই প্রিন্ট কপি আনা হত চেক করার জন্য। এডিট করে পুনরায় প্রিন্ট আনা হত। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে কম্পিউটার সার্ভিস ১ম এনেক্স বিল্ডিংয়ের পঞ্চম তলায় চালু হয়। সোনালী ব্যাংক, হাউজ বিল্ডিং ফিন্যান্সসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজ এই কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পন্ন হত। এরপর ১৯৮৫ সালে এফএসআরপি থেকে পিসি আসে এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের টেবিলেই এই পিসিগুলো দেওয়া হয়। এভাবেই কাজের ধরন ও গুরুত্ব অনুসারে অপারেশন সাইডের কাজের জন্য ইনফরমেশন সিস্টেমস্ ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট নামে নতুন বিভাগ চালু হয়। আর প্রোগ্রামিংয়ের জন্য চালু হয় আইটি অপারেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট।

KgRxe‡bi †Kv‡bv we‡kl ¯§wZi K_v g‡b c‡o ?

কর্মজীবনে টেকনিক্যাল সাইডের সংগঠনের এক্সিকিউটিভ পরিষদের সদস্য ছিলাম। এছাড়া অফিসের ইনডোর গেমসে বহুবার অংশ নিয়েছি। ক্যারাম ও লুডুতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি তিনবার। ব্যাডমিন্টনে রানার আপ হয়েছি। এসব স্মৃতি এখনো মনে পড়ে এবং ভালো লাগে।

Avcbvi mg‡qi †K›`ªxq e¨vsK Ges eZgvb evsjv‡`k e¨vs‡Ki g‡a¨ Zjbv Kiæb-

আমাদের সময় কাজ করেছি সময় নিয়ে, চাপমুক্ত পরিবেশে। তাই হয়ত কাজে ভুল হত কম। এখন কাজে যেমন গতি এসেছে তেমন রিস্কও বেড়ে গেছে।

e¨w³MZ Rxeb m¤ú‡K wKQ ejb-

আমার চার মেয়ে এক ছেলে। বড় মেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে উপপরিচালক হিসেবে কর্মরত রয়েছে। মেজ মেয়ে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ থেকে গৃহ ব্যবস্থাপনায় এমএসসি সম্পন্ন করেছে। ৩য় মেয়ে বিটিভিতে আর্ট ডিরেক্টর পদে দায়িত্ব পালন করছে। ৪র্থ মেয়ে স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এমএস করেছে। একমাত্র ছেলে এক্সিম ব্যাংকে ট্রেইনি অফিসার হিসেবে কর্মরত রয়েছে।

bZb cR‡bi KgKZ©v‡`i Rb¨ civgk©g~jK wKQ ejb-

নতুনদের জন্য বলতে চাই- কাজের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাবোধ, দায়িত্ববোধ বজায় রাখতে হবে। সেইসাথে ছোট-বড় সকলের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন খুব জরুরি।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সম্পাদনা পরিষদ

■ **সম্পাদক**
এফ. এম. মোকাম্মেল হক

■ **বিভাগীয় সম্পাদক**
মোঃ জুলকার নায়েন
সাঈদা খানম
মহুয়া মহসীন
নুরুন্নাহার
আজিজা বেগম

■ **গ্রাফিক্স**
ইসাবা ফারহীন
তারিক আজিজ

■ **আলোকচিত্র**
মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

২০১৭ অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৬) মুদ্রানীতি ঘোষণা

বাংলাদেশ ব্যাংক ২৬ জুলাই ২০১৬ তারিখে ২০১৭ অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৬) মুদ্রানীতি ঘোষণা করে। অনুষ্ঠানে গভর্নর ফজলে কবির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মুদ্রানীতি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান এবং এস. কে. সুর চৌধুরী, চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন চিফ ইকোনোমিস্ট ড. বিরূপাক্ষ পাল, সিনিয়র ইকোনোমিক অ্যাডভাইজার ফয়সাল আহমেদ, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মোঃ আখতারুজ্জামান এবং নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নর ২০১৭ অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি ঘোষণা করেন

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গভর্নর ফজলে কবির বলেন, ২০১৭ অর্থবছরের (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৬) মুদ্রানীতিতে সরকার বাজেটে ঘোষিত ৭.২ শতাংশ দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ও ৫.৮ শতাংশ মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রার এবং বর্ধিষ্ণু অর্থনীতিতে বর্ধিত মুদ্রায়নের চাহিদার সংকুলানে ২০১৭ অর্থবছরে ব্যাপকমুদ্রার প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলিত হয়েছে ১৫.৫ শতাংশে। অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলিত হয়েছে ১৬.৪ শতাংশে। তিনি আরো বলেন, অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে বেসরকারি ও সরকারি খাতের প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন ধরা হয়েছে যথাক্রমে ১৬.৫ ও ১৫.৯ শতাংশে। বিগত অর্থবছরের প্রথমার্ধে বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি কম থাকায় ঐ স্বল্পতর ভিত্তির ওপর ডিসেম্বর ২০১৬ নাগাদ প্রবৃদ্ধি অর্থবছর শেষের প্রবৃদ্ধির চেয়ে উচ্চতর (১৬.৬ শতাংশ) থাকতে পারে বলে প্রাক্কলিত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ঋণের পাশাপাশি সাশ্রয়ী সুদে বৈদেশিক অর্থায়ন সংগ্রহের সুযোগও সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের উৎপাদনমুখি প্রকল্প উদ্যোগগুলোর জন্য আগের মতো উন্মুক্ত থাকবে বলে গভর্নর জানান। তিনি আরো বলেন, বিশ্ব অর্থনীতিতে উৎপাদন প্রবৃদ্ধি দুর্বল থাকার পাশাপাশি ব্রেক্সিটের মতো ঘটনা বিশ্ব অর্থনীতির উন্মুক্ততার ধারায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে- এমন প্রবণতাগুলো উদ্ভবের পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বাজারে সুদ হারের উর্ধ্বমুখি সংশোধনের আশু প্রত্যাশা এখন অনেকটা স্তিমিত। গভর্নর বলেন, ২০১৭ অর্থবছরের নতুন মুদ্রানীতিতে প্রাক্কলিত অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবৃদ্ধির মাত্রা দেশজ উৎপাদনে ৭.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয়। এই ঋণ প্রবাহ অনুৎপাদনশীল ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ব্যবহার না হয়ে যাতে অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি চাহিদার জন্য উৎপাদনের প্রকৃত প্রয়োজনে সঠিক ব্যবহার হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নিবিড়তর নজরদারি করবে। কৃষিখাতে ঋণ প্রবাহ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উৎপাদন উদ্যোগগুলোর মাঠ পর্যায়ে অর্থায়ন সাশ্রয়ী সুদহারে হবার বিষয়ে নজরদারি কঠোরতর করা হবে।

গভর্নর আরো বলেন, দেশের অর্থনীতির টেকসই অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশবান্ধব প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের কার্যক্রমের সহায়তার পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি পরিমিত ও স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংযত, সংকুলানমুখি, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিবেশবান্ধব মুদ্রা ও অর্থায়ন নীতির ধারাবাহিকতা নতুন ২০১৭ অর্থবছরের মুদ্রানীতিতেও বজায় রাখা হবে।

অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকিং খাতের অনিয়ম দুর্নীতি ঠেকাতে পরিদর্শন কার্যক্রম অনেক ক্ষেত্রেই জোরদার করেছে। এছাড়া ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী বলেন, সবধরনের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী এর প্রশংসাও হচ্ছে।

অনুষ্ঠান শেষে গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর এবং অ্যাডভাইজারসহ উপস্থিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এসময় রিজার্ভ চুরির প্রসঙ্গে গভর্নর বলেন, চুরি যাওয়া অর্থ উদ্ধারে ফিলিপাইন সরকার, সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আন্তরিকতার সঙ্গে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। সেখান থেকে উদ্ধার হওয়া কিছু অর্থ দ্রুততম সময়ে আমাদের কাছে ফেরত আসবে।

বার্ষিক আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- ২০১৬ এর উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার আয়োজনে বার্ষিক আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- ২০১৬ এর উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। আর. কে. মিশন রোডস্থ বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব ভবনে ২০ জুলাই ২০১৬ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মতিঝিল অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মাছুম পাটোয়ারী। এছাড়াও ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার সাবেক ও বর্তমান নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন বলেন, আমরা অফিসে রুটিন কাজের মাঝে অবসর এবং বিনোদনের খুব একটা সময় পাই না। তাই আমি মনে করি, বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার এ আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন আমাদের ভিন্ন অভিজ্ঞতা দেবে। যা আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে গতি ও উদ্যমতা ফিরিয়ে দেবে। বিশেষ অতিথি মতিঝিল অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মাছুম পাটোয়ারী ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার ক্রীড়া আয়োজন সংক্রান্ত দাবিসমূহ পূরণে যথাসম্ভব সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার সাবেক কর্মকর্তা সুবোধ ভৌমিকের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ আব্দুল জলিল। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার সাধারণ সম্পাদক মোঃ আরিফুল ইসলাম (আরিফ) এবং সমাপনী বক্তব্য রাখেন সভাপতি আবু হেনা হুমায়ুন কবীর (লনী)। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে সদ্য প্রয়াত ব্যাংক ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা এ. কে. এম আজিজুর রহমান স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন

প্রবৃদ্ধিতে অন্তর্দৃষ্টি ও উদ্ভাবনী চিন্তার ভূমিকা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মূল আলোচক ড. ইকবাল কাদির

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিটের উদ্যোগে জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ২৮ জুন ২০১৬ 'The role of insights an innovation in growth : The case study with the creation of Grameenphone' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির।

সেমিনারে মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি (এমআইটি)- এর লেগাটাম সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ড. ইকবাল কাদির। এতে চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী, চিফ ইকোনোমিস্ট ড. বিরূপাক্ষ পাল, সিনিয়র ইকোনোমিক অ্যাডভাইজার ফয়সাল আহমেদ, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির প্রিন্সিপাল কে. এম জামশেদুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গভর্নর ফজলে কবির বলেন, একটি চিন্তা থেকে কিভাবে একটি বড় ফোন কোম্পানির যাত্রা বা সূচনা হতে পারে, তা নিয়ে ভিন্নধর্মী একটি উপস্থাপনা দেখলাম। মূলত এখান থেকেই আমরা বুঝতে পারি একটি ইনোভেটিভ চিন্তাই পারে একটি প্রতিষ্ঠানকে সফলতার রূপ দিতে। এমনকি নতুন এবং ভিন্নধর্মী চিন্তা কিভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে সেটিও আমরা দেখলাম। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বিষয়টি থেকে শিক্ষা নিয়ে পলিসি প্রণয়নে ইনোভেটিভ এবং ক্রিয়েটিভ বিষয়ের দিকে নজর দেয়ার আশা প্রকাশ করেন গভর্নর।

মূল আলোচক এমআইটি লেগাটাম সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ড. ইকবাল কাদির বলেন, আমাদের সব সময় নতুন চিন্তাকে সম্মান ও স্বাগত জানাতে প্রস্তুত থাকতে হবে। কেননা এই নতুন চিন্তার ফলেই কিন্তু আজকের গ্রামীণ ফোনের সৃষ্টি। এর ফলে যেমন নতুন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা পাবে তেমনি কর্মসংস্থানসহ বহুমাত্রিক অর্থনীতির সুযোগ তৈরি হবে। 'কানেক্টিভিটি ইজ প্রোডাক্টটিভিটি' কথাটির উল্লেখ করে তিনি অবকাঠামোগত উন্নয়নে সকলকে বিশেষ নজর দেয়ার কথা বলেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর ব্যাংক কর্মকর্তাবৃন্দ নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। এসময় ড. ইকবাল কাদির উত্থাপিত নানা প্রশ্ন ও মতামত নিয়ে ব্যাখা দেন।

প্রধান কার্যালয়ে চক্রেসো কক্ষ উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, চট্টগ্রাম (চক্রেসো) এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩০ মে ২০১৬ চক্রেসো কক্ষের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী এবং নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী ও নির্মল চন্দ্র ভক্ত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন চক্রেসোর চেয়ারম্যান মোঃ সফিকুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মোঃ মনির উদ্দীন, সেক্রেটারি সৈয়দ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, ঢাকাস্থ চক্রেসো প্রতিনিধিবৃন্দ, ডেলিগেটবৃন্দ এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর প্রধান কার্যালয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, চট্টগ্রাম (চক্রেসো) এর কার্যক্রম শুরু করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। এতে চক্রেসো সদস্যদের কার্যক্রম আরো সহজ ও বেগবান হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সেক্রেটারি সৈয়দ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চক্রেসোর চেয়ারম্যান মোঃ সফিকুল ইসলাম। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ৩০ তলা ভবনের চতুর্থ তলায় পাঁচ নম্বর কক্ষকে চক্রেসো কক্ষ হিসেবে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

চক্রেসোর পক্ষ থেকে ডেপুটি গভর্নরকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়

বিদেশে সেমিনারে গেলে ৪০০ ডলার সঙ্গে নেওয়া যাবে

বেসরকারি উদ্যোগে সেমিনার, সম্মেলন বা কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার সময় আগের তুলনায় বেশি ডলার নেওয়া যাবে। সার্কভুক্ত দেশে নেওয়া যাবে ৩৫০ ডলার এবং অন্য দেশের ক্ষেত্রে নেওয়া যাবে ৪০০ ডলার। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতিমালা সহজীকরণের আওতায় এ উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ১৩ জুলাই ২০১৬ এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করে ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের কাছে পাঠানো হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ থেকে জারি করা এই সার্কুলারে বলা হয়, এখন থেকে সার্কভুক্ত দেশ ও মিয়ানমারে বেসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত কোনো সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালায় অংশ নিতে গেলে একজন ব্যক্তি ৩৫০ ডলার নিতে পারবেন। আগে নেওয়া যেত ২০০ ডলার। আর অন্য দেশে গেলে নেওয়া যাবে ৪০০ ডলার। এতদিন যে কোনো দেশের জন্য এ কোটা ২৫০ ডলারে নির্ধারিত ছিল। ডলার ছাড় করার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা থেকে সেমিনারে অংশ নেওয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় আবেদনসহ কাগজপত্র নিতে বলা হয়।

বিবিটিএতে দেশীয় ফলোৎসব

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৬ এর ২য় ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের আয়োজনে ১৬ জুলাই ২০১৬ দেশীয় ফলোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 'ফলের রাজ্যে বিবিটিএ রসময়, দেশি ফল বেশি খাওয়ার এইতো সময়' এই স্লোগানে দেশীয় ফল উৎসব ১৪২৩ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিবিটিএ'র প্রিন্সিপাল কে এম জামশেদুজ্জামান। এসময় ফলের রাজা আম কেটে এ আয়োজনের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি। এছাড়া বিবিটিএ'র মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হামিদ এবং বজলার রহমান মোল্লা এবং উপমহাব্যবস্থাপক এবিএম সাদেক অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। দেশীয় ফলের সমাহারে এমন ব্যতিক্রমী আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন জানান বক্তারা। ফলোৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি প্রাঙ্গণ সেজেছিল নানান দেশীয় ফলের ছবি সম্বলিত ব্যানার, ফেস্টুন আর ফলের ঝুড়িতে। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থী নাজমুল হুদা ও সাবিনা ইয়াসমীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতেই ব্যাচের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ সাকিব হাসান। এরপর অতিথি ও বিবিটিএ'র অনুষদ সদস্যদের প্রায় ২২ ধরনের দেশীয় ফলের সমাহার ঘুরে দেখানো হয়। আয়োজকদের মধ্য থেকে মেজবাউল হোসেন, সৈকত সরকার ও তানিয়া নাসরীন তৃপ্তি অতিথিদের সামনে দেশীয় ফলের পরিচিতি তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলকে দেশীয় ফলে আপ্যায়ন করা হয়।

ফলোৎসবে অংশ নেয়া প্রধান অতিথি এবং আয়োজক কর্মকর্তাগণ

বিলাসবহুল ব্যাংকিং সেবা নয়

দেশের ব্যাংক খাতের বিলাসবহুল ব্যাংকিং সেবাকে বৈষম্যমূলক বলে অভিহিত করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তাই বিশেষ গ্রাহকের জন্য ব্যয়বহুল বিশেষ সেবাকেন্দ্র খোলাকে নিরুৎসাহিত করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ ২০ জুন ২০১৬ একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে।

জারিকৃত এ প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কোনো কোনো ব্যাংক নতুন শাখা স্থাপন, স্থানান্তর বা স্থাপনা ভাড়া করে আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জায় উচ্চ ব্যয় নির্বাহ করছে। আবার কোনো কোনো ব্যাংক উচ্চ ব্যয় নির্বাহের মাধ্যমে বিশেষ শ্রেণির গ্রাহকদের উচ্চমানের সেবা প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবায় বৈষম্য তৈরি করছে। এর ফলে ব্যাংকের ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে ব্যাংক ব্যবস্থাপনার ওপর আমানতকারী ও মূলধন জোগানদাতাদের আস্থা হ্রাস পেতে পারে।

এছাড়া প্রজ্ঞাপণে আরো উল্লেখ রয়েছে, ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৩২ ধারা অনুযায়ী ব্যাংক কোম্পানিসমূহ ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনার স্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বাংলাদেশের কোথাও নতুন ব্যবসা কেন্দ্র চালু বা বিদ্যমান ব্যবসা কেন্দ্র স্থানান্তর করা যাবে না।

প্রজ্ঞাপনে আরো বলা হয়, ব্যবসা কেন্দ্র স্থাপন, স্থানান্তর, স্থাপনা ভাড়া বা ইজারা গ্রহণ ও নবায়নের জন্য বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৮/২০১২ এর নির্দেশনা পালন করতে হবে। তাই শাখা স্থাপন, স্থানান্তর ও আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জায় বিধিবিধান যথাযথভাবে পালনের বিষয়টি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের স্মরণ করিয়ে দিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্প্রতি তাঁদের বরাবর এ সংক্রান্ত এক চিঠি পাঠিয়েছে।

সংশোধনী

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা জুলাই, ২০১৬ সংখ্যায় 'ল্যাঙ্গুয়েজ কর্নারে ইএলসি কার্যক্রমের উদ্বোধন' শিরোনামোক্ত সংবাদে ভুলবশতঃ বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারের মহাব্যবস্থাপকের নাম আশীষ কুমার দাশগুপ্ত'র স্থলে আশিষ কুমার সাহা ছাপানো হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম কমান্ডের আয়োজনে কর্মশালা ও ইফতার মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম কমান্ডের আয়োজনে ২১ জুন ২০১৬ কর্মশালা ও ইফতার মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কার্যালয়ে 'মহান মুক্তিযুদ্ধ ও আগামী প্রজন্ম' শীর্ষক এই কর্মশালা ও ইফতার মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি হামিদুল আলম সখা।

কর্মশালার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার। অনুষ্ঠানে 'মহান মুক্তিযুদ্ধ ও আগামী প্রজন্ম' শীর্ষক আলোচনা করেন বাংলাদেশ ব্যাংক মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের যুগ্ম মহাসচিব বীরমুক্তিযোদ্ধা মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান রাজিব ও বাংলাদেশ ব্যাংক সিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনজুরুল হক। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আহামদ আলী।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইস্তেকমাল হোসেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াৎ ও দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক হাফেজ আবদুল বারিক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোঃ মঈনউদ্দিন খান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন রাখছেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার

খুলনা অফিস

ব্যাংকার্স ক্লাবের ঈদ পুনর্মিলনী ও নতুন কমিটি ঘোষণা

বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা ব্যাংকার্স ক্লাবের আয়োজনে ১৩ জুলাই ২০১৬ ক্লাবের কার্যনির্বাহী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের ঈদ পুনর্মিলনী এবং বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাবের উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি ও বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনার নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এসময় সেখানে ক্লাবের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিভিন্ন ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক ও সমপদমর্যাদার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং তফসিলি ব্যাংকসমূহের আঞ্চলিক প্রধানগণ। পরে একই স্থানে খুলনা নগরীর পিটিআই মোড়ে অবস্থিত ব্যাংকার্স ক্লাবের হুদা মিলনায়তনে ক্লাবের ২০১৬-১৮ মেয়াদের উপদেষ্টা ও কার্যনির্বাহী পরিষদের নাম ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য, পদাধিকার বলে বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনার নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক ক্লাবের উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি, মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম ক্লাবের উপদেষ্টা পরিষদের সহসভাপতি ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। উপমহাব্যবস্থাপক এস, এম, হাসান রেজা উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং উপমহাব্যবস্থাপক প্রভাস কুমার দত্ত কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাহী সদস্য মনোনীত হয়েছেন। এছাড়াও কার্যনির্বাহী পরিষদের কোষাধ্যক্ষ, দপ্তর সম্পাদক ও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া সম্পাদক পদে খুলনা অফিসের তিনজন উপপরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন।

খুলনা অফিস, ব্যাংক ক্লাবের কার্যনির্বাহী পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য এবং অন্যরা

যশোরে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এসএমই ক্লাস্টার

বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের কর্মকর্তারা ১২ জুন ২০১৬ যশোর সদর উপজেলায় লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে সমৃদ্ধ একটি এসএমই ক্লাস্টার সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। এসএমই ক্লাস্টারের বিকাশ ও সম্ভাবনা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এ পরিদর্শন কার্যক্রম করা হয়। যশোর সদর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গায় বিসিক শিল্প নগরী এবং মুড়লীর মোড় এলাকায় অবস্থিত ক্লাস্টারটিতে প্রায় ৫০টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। তারমধ্যে ৬টি প্রতিষ্ঠান গাড়ির ব্রেক ড্রাম, গিয়ার বক্স, ইঞ্জিন হাউজিং, গাড়ির হাব, ক্লাসপ্লেট, শ্যালো মেশিনের লাইনার, পাওয়ার টিলারের পার্টস, ইটের কারখানায় কয়লা ব্যবহার উপযোগী করতে ব্যবহৃত গাড়ি, ছোট জাহাজের পাখা তৈরি এবং বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্প পরিসরে, ধান মাড়াইয়ের যন্ত্র, ইজি বাইকের বডি, বাসের বডি, ছোট মালবাহী ট্রাকের বডি তৈরির পাশাপাশি গাড়ি মেরামতের সাথে জড়িত।

বাংলাদেশ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সমিতি যশোরের তথ্য অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে যন্ত্রাংশ উৎপাদন শুরু হওয়ার পর আমদানি হ্রাস পেয়েছে প্রায় ৫%। অবশ্য ক্রমাগত চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও উন্নত প্রযুক্তির অভাবে স্থানীয় উৎপাদন খুব বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছেনা। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল সরেজমিনে দেখেছেন, উৎপাদিত পণ্য পরীক্ষার জন্য একটি আধুনিক পরীক্ষাগার ১০০০-১২০০ বর্গফুটের মধ্যে ৫০-৬০ লক্ষ টাকায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং ২-৩ জন টেকনিশিয়ান দিয়ে এটি পরিচালনা করা সম্ভব হবে। এছাড়াও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হলে উৎপাদন যেমন বাড়বে তেমনি এসব পণ্য আমদানির প্রয়োজনীয়তাও কমে যাবে। বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের উপপরিচালক সুমন সরকার ও উপপরিচালক মোঃ মাসুম বিল্লাহ এই পরিদর্শন দলের সদস্য ছিলেন।

জালনোট সনাক্তকরণ শীর্ষক কর্মশালা

জালনোট সনাক্তকরণ ও ছেঁড়াফাটা নোট সম্পর্কে ব্যাংকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের করণীয় সম্পর্কে ১-২ জুন ২০১৬ বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এক কর্মশালা। দুদিনব্যাপী এ কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংক, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও বিভিন্ন ব্যাংকের সর্বমোট ৮০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। খুলনা অফিসের দাবি শাখার ব্যবস্থাপনায় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক। কর্মশালা পরিচালনা করেন বিবিটিএ'র মহাব্যবস্থাপক মোঃ জামাল মোল্লা ও উপমহাব্যবস্থাপক সৈয়দ নুরুল আলম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম, খুলনা অফিসের বিভিন্ন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং বিভিন্ন ব্যাংকের স্থানীয় প্রধানগণ।

রংপুর অফিস

প্রাক্তন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মিলনমেলা

বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিস হতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এক অভূতপূর্ব মিলনমেলা ২ জুন ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয় রংপুর অফিসের সম্মেলন কক্ষে। অফিসের নির্বাহী পরিচালক অশোক কুমার দে'র উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অফিসের মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্ব) মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই নির্বাহী পরিচালক অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে অফিস প্রাঙ্গণে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান এবং মন খুলে তাঁদের অবসরোত্তর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কথা বলার জন্য আহ্বান জানান। এছাড়াও তিনি অবসর পরবর্তী সময়ে এই অফিস হতে তাঁদের প্রাপ্য বিভিন্ন সেবা নিতে কোনো প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন কিনা সভায় তা অবহিত করার অনুরোধ জানান। উপস্থিত সকল অবসরভোগী কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

নির্বাহী পরিচালক প্রাক্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বক্তব্য শেষে এই অফিস হতে অবসরভোগীদের বিভিন্ন সেবা প্রদানে আরো সহিষ্ণু হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং সকলকে ধন্যবাদ ও শুভকামনা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ভবিষ্যতে আবারো এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে নির্বাহী পরিচালক অশোক কুমার দে

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

বুদ্ধদেব সিংহ

বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেকোনো দেশের অর্থনীতির প্রধান নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। এ এমন এক নিয়ন্ত্রক যার নিয়ন্ত্রণ থেকে বাংলাদেশের হতদরিদ্র ১০ টাকার ব্যাংক হিসাবধারী কৃষক থেকে তামাম দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ধনকুবের বিল গেটস কারোরই নিস্তার নেই। তাই হয়তো উইল রজার্স বলেছেন 'There have been three great inventions since the beginning of the time: fire, the wheel and central banking.'

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই, বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে একটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিদ্যমান। বেশিরভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হ'ল- নোট ও মুদ্রার প্রচলন করা, ব্যাংকারদের ব্যাংক হিসেবে কাজ করা, নিকাশঘর (Clearing House) হিসেবে কাজ করা, ব্যাংক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও সঙ্কটকালে তাদের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করা, বৈদেশিক বিনিময় ও মূল্যস্তর স্থির রাখা, মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা, জাতীয় লক্ষ্য পূরণে ঋণদান করা। এছাড়াও যে কাজটা বিশ্বের সকল কেন্দ্রীয় ব্যাংক করে থাকে তা হ'ল সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করা।

যদিও বিশ্বের সকল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কিছু সাধারণ কার্যক্রম আছে, তবুও প্রতিটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকই স্বতন্ত্র উপায়ে কাজ সম্পাদন করে থাকে তাদের নিজ নিজ ইতিহাসের উত্তরসূরি হিসেবে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, যদি আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সত্ত্বাকে উপলব্ধি করতে হয়, তবে অবশ্যই এর ইতিহাস দেখতে হবে এবং এর সাথে দেশের বাণিজ্য ও সরকারের সম্পর্ক বুঝতে হবে। নিবন্ধটি দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত। এর প্রথম অংশে আমরা জানব কিভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ধারণার উৎপত্তি ও বিশ্বব্যাপী এর বিস্তার এবং দ্বিতীয় অংশে জানব বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কিছু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঐতিহাসিক পটভূমি।

১ম পর্যায়

ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা কোনো দিনই কারো ছিল না। রাজনীতিবিদগণ প্রধানত চেয়েছিলেন যুদ্ধের সময় সরকারের জন্য সহজ শর্তে ঋণের সরবরাহ নিশ্চিত করতে, যাতে যুদ্ধ চলাকালে অর্থায়ন সহজ হয়। অধিকন্তু, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রথম অবস্থায় নোট ও মুদ্রা প্রচলন করতে পারত। তাদের নির্দয় প্রতিযোগিতা এবং অবিবেচনাপ্রসূত মুদ্রা প্রচলনের কারণে মুদ্রাস্ফীতি চরম পর্যায়ে পৌঁছে এবং অর্থ ব্যবস্থায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। জনগণ সরকারের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং অসহিষ্ণুতার পারদ চরমে ওঠে। এই অরাজক অবস্থা নিরসনের লক্ষ্যেই সরকার কিছু কিছু ব্যাংককে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করে। এই ক্ষমতার হাত ধরেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সৃষ্টি হয়। অতঃপর ধীরে ধীরে তা এক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করে। তাই বলা যায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনো স্বতঃস্ফূর্ত বিবর্তন কিংবা অর্থনৈতিক যুক্তি-প্রক্রিয়ার প্রতিফলন কিংবা সরকারের পরিকল্পিত পলিসি থেকে জন্ম নেয়নি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্ম হয়েছে রাজনৈতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা কোনো দিনই কারো ছিল না। রাজনীতিবিদগণ প্রধানত চেয়েছিলেন যুদ্ধের সময় সরকারের জন্য সহজ শর্তে ঋণের সরবরাহ নিশ্চিত করতে, যাতে যুদ্ধ চলাকালে অর্থায়ন সহজ হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সফরটা শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলতে আজ আমরা যা বুঝে থাকি তার অগ্রযাত্রা শুরু হয় বেসরকারিভাবে, সুইডেনে, ১৬৫৬ সালে। ১৬৬৮ সালে, প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে স্বীকৃত সুইডেনের 'The Riks Bank of Sweden' সরকারি মালিকানাভুক্ত করা হয়। ১৮০৯ সালে

ব্যাংকটি নোট ইস্যুর দায়িত্ব পায়, পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে নোট ইস্যুর সম্পূর্ণ এবং একচেটিয়া অধিকার লাভ করে ১৮৯৭ সালে।

পৃথিবীর সমস্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জননী এবং আদর্শরূপে খ্যাত ইংল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক The Bank of England ১৬৯৪ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সর্বপ্রথম একটি আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও, এই ব্যাংকটি প্রথম অবস্থায় সরকারকে অগ্রিম প্রদান এবং শর্ত সাপেক্ষে নোট ইস্যুর দায়িত্ব পালন করত। এই অবস্থা ১৮২৬ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। উক্ত সময়ে অন্যান্য যৌথ মূলধনী ব্যাংকগুলো নোট প্রচলন করতে পারত। ১৮৪৪ সালে ব্যাংকের আইন বলে 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড' একটি সত্যিকারের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং কার্যাবলী সম্পাদন করতে শুরু করে। ক্রমে ক্রমে এটি গ্রেট ব্রিটেনের মর্যাদাশীল কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রূপান্তরিত হয় এবং সমগ্র পৃথিবীর সকল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আদর্শরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।

The Bank of England একটি সফল কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর সমগ্র পৃথিবীতে এর অনুকরণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। ১৮০০ সালে ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় ব্যাংক The Bank of France প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৮৪৮ সালে এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিধি এবং মূলধন যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং তখন থেকেই এটা নোট ইস্যুর একচেটিয়া অধিকার লাভ করে।

১৮১৪ সালে নেদারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক The Bank of Netherland প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৮১৭ সালে The Bank of Norway; ১৮১৮ সালে The Bank of Denmrk, ১৮২৯ সালে The Bank of Spain, এবং ১৮৫০ সালে The Bank of Belgium এর প্রতিষ্ঠা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে। এর কিছুকাল পরে ১৮৬০ সালে রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক The Bank of Russia, ১৮৭৬ সালে জার্মানির The Reichs Bank of Germany প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে প্রায় প্রতিটি দেশেই একটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পূর্ণ মর্যাদায় নোট ইস্যু এবং মুদ্রা ও ঋণের নিয়ন্ত্রণসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সব দায়িত্ব পালন করতে শুরু করে।

১৮৮২ সালে এশিয়ার প্রথম ও জাপানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক The Bank of Japan প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বের পশ্চিম গোলার্ধে ১৯০০ সাল পর্যন্ত কোনো দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছিল না। আবার উত্তর গোলার্ধের অনেক দেশে তখনও এরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উৎপত্তি হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১৩ সালে ১২টি অঞ্চলের প্রতিটিতে একটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক Federal Reserve Bank প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফেডারেল রিজার্ভ পদ্ধতি গড়ে উঠে। এটি একটি বিকেন্দ্রীভূত কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থা। মূলতঃ মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তীব্র মুদ্রাস্ফীতি এবং বৈদেশিক বিনিময়ের উঠানামার কারণে অনেক দেশে ব্যাংকিং খাতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এর প্রেক্ষিতে Brussels - এ ১৯২০ সালে বিভিন্ন দেশের সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য যে সব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নেই সেখানে একটি করে নোট ইস্যু প্রচলনকারী কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ফলে ১৯২১-১৯৪২ এই সময়সীমায় এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ৩৪টি নতুন কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে South African Reserve Bank (1921), Commonwealth Bank of Australia, National Bank of Hungary, Bank of Poland (সবগুলো 1924 সালে প্রতিষ্ঠিত), National Bank of Czechoslovakia (1925), Central Bank of China (1928), Reserve Bank of New Zealand (1934) এবং Bank of Canada (1935) ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ ব্যাংক

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক Reserve Bank of India ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই জন্ম হয় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক The State Bank of Pakistan। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের প্রেসিডেন্টের ২৬ নম্বর অধ্যাদেশ বলে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক জন্ম লাভ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (The International Monetary Fund) প্রতিষ্ঠিত হলে আফ্রিকা, এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। বর্তমানে পৃথিবীর প্রতিটি স্বাধীন দেশেই রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে একটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক রয়েছে।

প্রথমদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক শেয়ার মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিগত শতাব্দীর বিশ দশকের পরে বেশিরভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীনে আরম্ভ হয় অথবা এদের জাতীয়করণ করা হয়।

২য় পর্যায়

এ পর্যায়ে আমরা কিছু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব।

রিকস্ ব্যাংক অব সুইডেন

ইতোমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি যে সুইডেনের রিকস্ ব্যাংক হ'ল পৃথিবীর ১ম কেন্দ্রীয় ব্যাংক। রিকস্ ব্যাংকের ইতিহাস ৩৫০ বছরেরও বেশি পুরনো। ১৬৫৪ সালে রাজা Karl X Gustav পোলান্ডের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন। তিনি বিনিময় ও ঋণ সরবরাহ সহজ করার জন্য একটি ব্যাংককে বিশেষ এখতিয়ার দেন। সেই ব্যাংকের নাম Stockholms Banco. এটি একটি প্রাইভেট কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যার মালিক ছিলেন জোহান পামস্টার্চ। ব্যাংকটি ব্যাংকনোট ইস্যু করত। কিন্তু ব্যাংকটি এত বেশি নোট প্রচলন করে যে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অবশেষে জনগণের আস্থার অভাবে ১৬৬৪ সালে এটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৬৬৮ সালে সুইডেন পার্লামেন্ট The Riksbank নামে নতুন একটি ব্যাংক স্থাপন করে, যা পৃথিবীর ১ম কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে স্বীকৃত। সুইডেনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এই কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক কলকাঠি নেড়েছে।

তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল, King Karl XII এর সাথে বিরোধিতা, Age of Liberty নামক যুদ্ধে অর্থায়ন, King Gustaf III এর হত্যায় ভূমিকা রাখা, যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ঋণ বাজার নিয়ন্ত্রণ করা, সুইডিস ক্রোনারের জন্য ৫০০% প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা ইত্যাদি।

ব্যাংক অব ইংল্যান্ড

ব্যাংক অব ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৯৪ সালে- যখন ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের যুদ্ধ চরমে পৌঁছেছিল। সেই সময়ে ঋণ দাতারা সরকারকে ঋণ প্রদানে অনীহা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু যুদ্ধের গগনচুম্বী ব্যয় না মেটালেও নয়। অর্থের অভাবে ইংল্যান্ডের যুদ্ধের তীব্রতা যখন কমে আসছিল ঠিক তখনই পার্লামেন্ট ব্যাংক অব ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেই পরিকল্পনার উদ্যোক্তা ছিলেন স্কটিশ উদ্যোক্তা উইলিয়াম প্যাটরসন। অবশেষে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার মাধ্যমে ইংল্যান্ডের সরকার পায় অপরিহার্য ঋণ আর ঋণদাতারা পায় ছড়ি ঘোরানোর ক্ষমতা। ঋণদাতারা ১.২ মিলিয়ন পাউন্ড ঋণ দিয়ে ৮% ইন্টারেস্ট আর ৪০০০ পাউন্ড বার্ষিক ম্যানেজমেন্ট ফি নিয়েই বসে থাকল না। সেই সাথে বাগিয়ে নিল আরো কিছু ক্ষমতা। যেমন: সরকারের সব ঋণ ব্যবস্থাপনা করার এখতিয়ার, সরকারকে ঋণ প্রাদানের অগ্রাধিকার, একটি যৌথমূলধনী কোম্পানি গঠনের অধিকার, সীমাবদ্ধ দায় গ্রহণের বিশেষ অধিকার, ব্যাংক নোট ইস্যু করার অধিকার ইত্যাদি।

ব্যাংক অব ফ্রান্স

১৭৮৮ সালে যখন ফ্রান্সের রাজতন্ত্র দেউলিয়া হয় এবং ফ্রান্সের সাধারণ জনগণ ও অভিজাতদের ভিতর উত্তেজনার পারদ চরমে উঠে ঠিক তখনই ফ্রান্সের খ্যাতনামা ব্যাংকারগণ একটি বিপ্লবকে সক্রিয় করার নীলনকশা তৈরি করে। তারা প্রথমে সরকারকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করা বন্ধ করে এবং খাদ্যশস্যের জাহাজীকরণে বিলম্ব করে যার ফলশ্রুতিতে একটি অনশন দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। এই দাঙ্গায় বিপ্লব ত্বরান্বিত হয় এবং তৎকালীন শাসকবর্গের পতন ঘটে এবং এক নতুন শাসকবর্গের জন্ম হয়। ব্যাংকারগণ তাদের দখল বজায় রাখার জন্য সব প্রতিপত্তি নেপোলিয়ানকে প্রদান করেন। নেপোলিয়ানও ব্যাংকারদের সহায়তা প্রদান করেন, যার ফলশ্রুতিতে ১৮০০ সালে জন্ম নেয় 'ব্যাংক অব ফ্রান্স'। প্রাথমিক পর্যায়ে এটি ছিল প্রাইভেট ব্যাংক এবং একে অন্যান্য ব্যাংকের উপর কর্তৃত্বের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। ব্যাংকারগণ এর শেয়ার ক্রয় করেছিলেন, এমনকি নেপোলিয়ানও এর শেয়ার-ক্রেতা ছিলেন। কালক্রমে ব্যাংকারগণ তাদের নতুন প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকের মাধ্যমে বাণিজ্য ও সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করে, নেপোলিয়নও তার যুদ্ধনীতিকে ব্যাংকনীতির উর্ধ্বে রাখলেন এবং ঘোষণা দিলেন, 'The bank belongs more to the emperor than the shareholders.' সাথে সাথে ব্যাংকারগণও তাদের কূটচাল আরম্ভ করল এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির অপেক্ষা করতে লাগল।

ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম

আমেরিকান অর্থায়ন করার জন্য কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস প্রথম কাগজের নোট প্রচলন করে যার নাম ছিল কন্টিনেন্টালস্ (Continentals)। মুদ্রাটি মূলত ফাইয়্যাট মানি (Fiat Money) ছিল যা ধাতু মুদ্রার (Specie) বিপরীতে পরিশোধ্য (Redeemable) থাকলেও কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস তার শপথ থেকে সরে আসে এবং এত বেশি নোট ছাপাতে থাকে যে দেশের মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যায়। যার মাত্রা প্রথম দিকে হালকা হলেও পরবর্তীতে সীমা ছাড়িয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে জনগণ কন্টিনেন্টালসের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। এরপর দেশটি দু'টি অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। প্রথমত, বিপ্লবী যুদ্ধ শেষ হবার পর দেশটি সাংঘাতিক দেনায় জড়িয়ে পড়ে যার বেশির ভাগ অংশের জন্য বিভিন্ন রাজ্যগুলোই মূলত দায়ী ছিল। দ্বিতীয়ত, যেহেতু অনেক রাজ্যই নিজেদের ইচ্ছামাফিক মুদ্রা প্রচলন করত তাই এদের মধ্যে কোনো সাধারণ মুদ্রার প্রচলন ছিল না। পরবর্তীতে সংবিধানের মাধ্যেমে রাজ্যগুলোর মুদ্রা প্রচলনের ক্ষমতা রহিত করা হয় এবং ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের আদলে ১৭৭০ সালে আমেরিকার ১ম ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটা প্রতিষ্ঠা করার প্রধান লক্ষ্য ছিল সরকারের ঋণের জন্য অর্থ সরবরাহ করা এবং মুদ্রা ইস্যু করা। শুরুতে ব্যাংকটির প্রারম্ভিক মূলধন ছিল ১০ মিলিয়ন ডলার, যা ঐ সময়ের জন্য ছিল বিশাল পরিমাণ। ব্যাংকটি স্টক বিক্রির মাধ্যেমে মূলধন সংগ্রহ করে। এর মধ্যে ফেডারেল সরকার নেয় ২ মিলিয়ন ডলারের শেয়ার বাকি সবটুকু প্রাইভেট বিনিয়োগকারীদের দখলে চলে যায়। পরবর্তীতে অনেকেই এই ব্যাংকটিকে অসাংবিধানিক দাবি করে এটা বলে যে, দেশের সংবিধান কংগ্রেসকে

ফ্রান্সের সেন্ট্রাল ব্যাংক 'ব্যাংকো ডি ফ্রান্স'

ট্যাক্স ধার্য ও টাকা ইস্যু করার অধিকার দিয়েছে, কোনো প্রাইভেট কর্পোরেশনকে নয়। অবশেষে, কংগ্রেসের আপত্তির মুখে ১৮১১ সালে এই ব্যাংক বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৮১২ সালের দিকে ফেডারেলের দায় আবারও বেড়ে যায়। জনসমর্থন এবার একটি ন্যাশনাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পক্ষে যায়। কংগ্রেস আবার একটা ব্যাংক গঠন করার অনুমতি দেয়। নতুন ব্যাংকটি একটি একীভূত মুদ্রা নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। তারা নিকাশ ঘরের কাজ আরম্ভ করে এবং সতর্কতার সাথে মুদ্রা ইস্যু করতে থাকে।

২য় ব্যাংকটির গঠনতন্ত্র ১ম ব্যাংকটির মতো থাকলেও এর মূলধন ছিল আরো বেশি- ৩৫ মিলিয়ন যার এক পঞ্চমাংশ ছিল সরকারের হাতে। তবে ১ম ব্যাংকের তুলনায় এর ব্যবস্থাপনা ছিল খুবই নগণ্য। মাত্র দেড় বছরের মাথায় এটি দেউলাদশায় পৌঁছে যায়। পরবর্তীতে, Cheves এর নেতৃত্বে ব্যাংকটি ঘুরে দাঁড়ালেও প্রেসিডেন্ট Andrew Jackson- এর বিরোধিতায় এর কার্যক্রম বাধাপ্রাপ্ত হয়। Jackson এত বড় ক্ষমতাধর প্রাইভেট কর্পোরেশনের উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন এবং অবশেষে ১৮৩৬ সালে চার্টার শেষ হবার পর এই ব্যাংক আর কার্যক্রম চালাতে পারে না।

আমেরিকার ব্যাংকিং ইতিহাসে ১৮৩৬-১৮৬৫ সালকে Free Banking Era নামে অভিহিত করা হয়। এসময় রাজ্যের কিছু সনদপ্রাপ্ত ও অসনদপ্রাপ্ত (তথাকথিত Free Banks) ব্যাংক গোল্ড ও ধাতবমুদ্রায় পরিশোধ্য নোট ইস্যু করে। এই সময়ে ডিপোজিট ডিমান্ডেরও ব্যাপক চাহিদা ও ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ক্রমবর্ধমান চেক লেনদেনের সমাধানকল্পে ১৮৫৩ সালে Newyork Clearing House প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৬৩ সালে সিভিল ওয়্যার চলাকালীন 'National Banking Act' পাশ করা হয়। তখন স্টেট নোট ও ন্যাশনাল নোট দুইয়েরই প্রচলন ছিল। ন্যাশনাল নোটকে শক্তিশালী করার জন্য স্টেট নোটের উপর কর ধার্য করা হয়। ১৮৭৩ সাল থেকে আমেরিকার ব্যাংক জগতে একটা আতঙ্ক বিরাজ করতে থাকে। অবশেষে ১৯০৭ সালে Wall-Street এর ধ্বসের কারণে সেই আতঙ্ক চরম আকার ধারন করে। J P Morgam, সেই সময় ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পরিস্থিতি কিছুটা বাগে আনেন। কিন্তু ব্যাংকিং সেক্টরে দোদুল্যমানতা রয়ে যায়।

অবশেষে, প্রেসিডেন্ট Woodrow Willson- এর নির্দেশে, Carter Glass (Virginian Representative) এবং H. Parker Willis (Former professor of Economics) একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রূপরেখা প্রণয়ন করেন। অনেক আলোচনা, গঠন, পুনর্গঠনের পর ১৯১৩ সালে প্রেসিডেন্ট Woodrow Willson, `Federal Reserve Act'- এ স্বাক্ষর করেন। আপোসের মাধ্যমে জন্ম নেয় Federal Reserve System। এটি একটি বিকেন্দ্রীভূত কেন্দ্রীয় ব্যাংক যার মাধ্যেমে প্রাইভেট ব্যাংক ও এর বিপরীতমুখি Populist Sentiment এর স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য আনা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উৎপত্তি যেভাবেই হোক না কেন, বর্তমান পৃথিবীতে রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতি বা সমাজনীতি সব ক্ষেত্রেই এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সভ্যতার ইতিহাস যতদূর অগ্রসর হবে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকও তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাবে।

■ *লেখক: এডি, খুলনা অফিস*

বিশ্ব অর্থনীতিতে Brexit এর প্রভাব

মোহাম্মদ মাহিনুর আলম

সম্প্রতি Brexit তথা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের সদস্য পদ প্রত্যাহার সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক আলোচনায় ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এর কারণ বিবিধ। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন একটি অভিন্ন মুদ্রা অঞ্চল হলেও এটি বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ইউনিয়ন যেখানে বিভিন্ন রকম অর্থনৈতিক গঠন, প্রকৃতি ও ক্ষমতাসম্পন্ন দেশ রয়েছে যাদের রাজস্ব ব্যবস্থা বিভিন্ন রকমের। ফলে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজমান (normal economic conditions) থাকলে তেমন কোনো অসুবিধা না হলেও এই দেশগুলোর যে কোনোটি অর্থনৈতিক সংকটে পড়লে তার প্রভাব অভিন্ন মুদ্রা অঞ্চল হবার কারণে অন্য দেশগুলোর উপরও পড়ে অথচ অর্থনৈতিক অভিঘাত (economic shocks) বা সংকট মোকাবেলায় সমন্বিত মুদ্রা ও রাজস্ব ব্যবস্থা প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

আবার অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থা থাকায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলো অর্থনৈতিক অভিঘাত মোকাবেলায় তাদের নিজ নিজ দেশের উপযোগী সার্বভৌম মুদ্রা ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ও রাজস্ব ব্যবস্থায় আমরা যে সমন্বিত এবং সার্বভৌম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা লক্ষ্য করি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ক্ষেত্রে আমরা তা লক্ষ্য করিনা। তদুপরি, সাম্প্রতিককালে তথা ইউরোপে সিরীয় শরণার্থী সঙ্কট, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ব্যপক বিস্তার এবং গ্রিসের সার্বভৌম ঋণ খেলাপ (sovereign debt default) এর মোকাবেলায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দ্বিধাবিভক্ত অবস্থানের ফলে ব্রিটেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে অবস্থান সঙ্কটের মুখে পড়ে।

এই বাস্তবতা বিবেচনায় চলতি বছর অর্থাৎ ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে সদ্যবিদায়ী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন ঘোষণা দেন যে, জুন মাসে ব্রিটিশ নাগরিকরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে থাকতে চায় কিনা এ বিষয়ে একটি গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৩ জুন ২০১৬ ব্রিটিশ নাগরিকরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের সদস্য পদ প্রত্যাহারের জন্য একটি গণভোটে অংশ নেয় এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের সদস্য পদ প্রত্যাহারের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দেয়। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের সদস্যপদ প্রত্যাহারের এই ঘটনাকে Brexit নামে অভিহিত করা হচ্ছে।

ব্রিটিশ নাগরিকরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের সদস্য পদ প্রত্যাহারের জন্য একটি গণভোটে অংশ নেয় এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের সদস্য পদ প্রত্যাহারের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দেয়। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের সদস্য পদ প্রত্যাহারের এই ঘটনাকে Brexit নামে অভিহিত করা হচ্ছে।

Brexit ইতোমধ্যে বিশ্ববাজারে আতঙ্কের জন্ম দিয়েছে, বিশেষ করে, ব্রিটিশ পাউন্ডের দাম কয়েক দশকের মধ্যে সর্ব নিম্নপর্যায়ে পৌছেছে। ব্রিটিশ পাউন্ডের এই দরপতনের ফলে বিদেশ থেকে ব্রিটেনে আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রীর দাম বাড়বে, বিশেষত, আমদানিকৃত তৈরি পোষাক ও ইলেক্ট্রোনিক্স পণ্যের দাম বাড়বে যার ফলে ব্রিটিশ ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা যেমন হ্রাস পাবে, এ সব পণ্যের রপ্তানিকারক দেশগুলোর রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি আয় উভয়ই হ্রাস পাবে।

বিশ্বখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনৈতিক পূর্বাভাস ও মডেলিং সংস্থা Oxford Economics ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের সদস্য পদ প্রত্যাহার তথা Brexit এর প্রভাব নিয়ে তাদের মডেলিং ও সিমুলেশনে দেখেছেন যে, বিশ্ব অর্থনীতিতে, বিশেষত, যুক্তরাজ্যের অর্থনীতির উপর Brexit এর প্রভাব অত্যন্ত নেতিবাচক। এই নিবন্ধে আমরা নয়টি ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যকল্প (scenario) নিয়ে ও তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফল নিয়ে আলোচনা করব। এই নয়টি দৃশ্যকল্পে তারা প্রবিধি (regulation), অভিবাসন (migration), ও রাজস্ব নীতি (fiscal policy) সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনা করেছেন।

Brexit -এর ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত হবে কারণ বিভিন্ন দেশকে বিভিন্ন রকম ঝুঁকি ও সম্ভাবনা মোকাবেলা করতে হবে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে খোদ ব্রিটেন। সবচেয়ে আশাবাদী পূর্বাভাস অনুযায়ী ব্রিটেন ০.০৫ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হারাবে। অন্যদিকে, সবচেয়ে নিরাশাবাদী পূর্বাভাস অনুযায়ী ব্রিটেন ৩.৭ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হারাবে। তবে এই ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ নির্ভর করছে ব্রিটেন কিভাবে বহির্বিশ্বের সাথে তার বাণিজ্য সম্পর্ক ও বাণিজ্য নিজের অনুকূলে বজায় রাখবে বা নতুন বাণিজ্য সম্পর্ক ও বাণিজ্য সৃষ্টি করতে পারে তার ওপর।

Brexit -এর ফলে ব্রিটেনকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য ফি ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাজেটে অর্থ দিতে হবে না। প্রাথমিকভাবে ব্রিটেনের রাজস্ব আয় ০.০৫ বৃদ্ধি পাবে কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে ব্রিটেনের রাজস্ব আয় হ্রাস পাবে। কারণ সবচেয়ে নিরাশাবাদী পূর্বাভাস অনুযায়ী, নিম্নমানের জনশক্তি ও শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতা হ্রাসের ফলে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও রাজস্ব আয় হ্রাস পাবে। এর ফলে ২০৩০ সাল নাগাদ ব্রিটেনকে তার রাজস্ব ব্যয় ১.৭ শতাংশ হ্রাস করতে হবে।

অর্থনৈতিক খাতওয়ারি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, Brexit -এর ফলে ব্রিটেনের শিল্প

খাত (খনিজ উত্তোলন বাদে) বিশেষ করে, শিল্পপণ্য উৎপাদন (manufacturing) ও নির্মাণ শিল্প (construction) সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্যদিকে, সেবা খাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর্থিক সেবা (financial services) খাত। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, অনেক বৃহৎ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের প্রধান কার্যালয় লন্ডন থেকে সরিয়ে নিতে পারে যার ফলে global financial hub হিসেবে লন্ডনের যে সুনাম আছে তা ক্ষুণ্ন হতে পারে।

১৯৭৩ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে সদস্য দেশ হিসেবে যোগদানের সময় থেকে ব্রিটেনের মাথাপিছু জাতীয় আয় বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে যা ইংরেজিভাষী ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাইরের অন্যান্য সমৃদ্ধশালী দেশগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। তবে ২৩ জুন ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত গণভোটের ফলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের সদস্য পদ প্রত্যাহার সম্পন্ন হলে ব্রিটিশ অর্থনীতির এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে কিনা এ বিষয়টি গভীরভাবে ভাববার বিষয়। OECD এ বিষয়ে তার সদ্যপ্রাপ্ত প্রতিবেদনে বলেছে, Brexit -এর প্রভাব ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের উপর স্বল্পমেয়াদে যেমন পড়বে তেমনি দীর্ঘমেয়াদেও এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে যাবে। নিচে OECD প্রতিবেদনের ভিত্তিতে Brexit-এর স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল।

স্বল্পমেয়াদি প্রভাবসমূহ

১. আর্থিক বাজার, বিশেষত, শেয়ার বাজারে ও মুদ্রা বাজারে, মুদ্রার বিনিময় হারে, এই প্রভাব ইতোমধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। Brexit -ফলে সৃষ্ট অনিশ্চয়তার দরুন ব্রিটেনের অর্থনীতিতে ভোগ, বিনিয়োগ ও ব্যবসায় আস্থা হ্রাস পাবে। এর ফলে বিনিয়োগ ঝুঁকি বাড়বে ও ঝুঁকি বিবেচনায় risk premium বাড়বে অর্থাৎ অর্থায়নের খরচ (cost of financing) বাড়বে এবং ঋণের প্রাপ্যতা (availability of credit) কমবে।

২. ব্রিটেন থেকে বহির্মুখি মূলধনের প্রবাহ বাড়তে পারে যা বর্তমানে ব্রিটেনের মোট দেশজ উপাদনের (GDP) যে প্রায় ৭% চলতি হিসাবের ঘাটতি (current account deficit) মেটানোর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে সে সুযোগ সংকুচিত হয়ে আসবে।

৩. ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য পদ ত্যাগ করলে ব্রিটেনের রপ্তানিপণ্য এতদিন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যে অবাধ (free) প্রবেশাধিকার ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাইরের ৫৩টি দেশের কাছ থেকে বাণিজ্য সম্পর্কে যে অগ্রাধিকার (preferential) পেত, তার অবসান ঘটবে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য পদ ত্যাগ পরবর্তী এই ব্যবস্থায় বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization)এর নিয়মানুসারে ব্রিটেনকে বিশ্ববাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে হবে। এ ব্যবস্থায় ব্রিটেনকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্য করতে গেলেও বিশ্ববাণিজ্যে বিরাজমান উচ্চ শুল্ক (high tariffs) ও অন্যান্য বাঁধার (barriers)সম্মুখীন হতে হবে। এর ফলে UK-EU দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্কও সংকুচিত হয়ে আসবে।

৪. শুধু UK-EU দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্কই নয়, এর ফলে তৃতীয় দেশের সাথেও নতুন করে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে যা, বলা বাহুল্য, একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

৫. ২০০৫ সাল থেকে ব্রিটেনের মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) প্রায় অর্ধেক আসে অভিবাসী শ্রমিকের অবদান থেকে এবং এর ফলে প্রতিবছর গড়ে ২০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য পদ ত্যাগ করলে ব্রিটেনে অভিবাসী শ্রমিকের আগমন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে পারে এবং ব্রিটেনের অর্থনীতি EU-তে থাকা সময়ের চেয়ে দুর্বলতর হয়ে পড়বে যার ফলে ব্রিটেনে মাথাপিছু দেশজ উৎপাদনের ও জীবন যাত্রার মান হ্রাস পেতে পারে।

৬. Brexit -এর ক্ষতি ব্রিটেন ছাড়িয়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে যা ব্রিটিশ পাউন্ড স্টার্লিংয়ের মূল্যহ্রাসের ফলে বহুগুণে বেড়ে যেতে পারে।

৭. ২০২০ সাল নাগাদ এসব নেতিবাচক প্রভাব ব্রিটেনের মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) প্রবৃদ্ধি ৩% বেশি হ্রাস করতে পারে। এর ফলে ব্রিটেনের খানাপ্রতি (per household) দেশজ আয় (per capita GDP) ২২০০ পাউন্ড স্টার্লিং কমে যাবে। পক্ষান্তরে, ব্রিটেনহীন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) প্রবৃদ্ধি ১% হ্রাস পেতে পারে।

৮. ব্রিটেন আয়ারল্যান্ডের পক্ষে কোনো সুবিধাজনক বাণিজ্য চুক্তি (যেমন, Most Favored Nation myweav) করতে না পারলে আয়ারল্যান্ডের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২.২ শতাংশ হ্রাস পেতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবসমূহ

Brexit -এর ফলে ব্রিটিশ অর্থনীতিতে ব্যাপক কাঠামোগত রূপান্তর শুরু হতে পারে যা EU-এর সঙ্গে নতুন ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক দ্বারা প্রভাবিত হবে। ২০২০-২০৩০ সময়ে নিম্নোক্ত চ্যানেলসমূহ কার্যকর হতে পারেঃ

Impact of Brexit on the United Kingdom through channels and over time

Difference in real GDP relative to the UK staying in the EU

	Scenarios	Outcomes		Channels						
		GDP (%)	GBP cost equivalent per household	Risk premia	Confidence	Trade	FDI	Skills	Immigration	Deregulation
Near term: 2020		-3.3%	-2200	x	x	x			x	
Longer term: 2030	*Central*	-5.1%	-3200			x	x	x	x	x
	Optimistic	-2.7%	-1500			x	x	x	x	x
	Pessimistic	-7.7%	-5000			x	x	x	x	

উৎসঃ OECD

১. সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) ব্রিটিশ অর্থনীতিতে ব্যাপক গতি সঞ্চার করেছিল এবং এই বিনিয়োগের সিংহ ভাগ আসত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্যান্য দেশ থেকে। Brexit -এর ফলে ব্রিটিশ অর্থনীতিতে FDI-এর প্রবেশ আস্থা হারাবে এবং এর ফলে মেধাবী অভিবাসীদের ব্রিটেনে আগমন শুধু হ্রাসই পাবে না, ব্রিটেনের বাণিজ্য, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা হ্রাস পাবে।

২. বিনিয়োগ ও বাণিজ্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি। Brexit -এর ফলে এই উভয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং এতে ব্রিটিশ অর্থনীতির সক্ষমতা ও প্রবৃদ্ধি সংকুচিত হবে।

৩. OECD-এর দেশসমূহের মধ্যে ব্রিটিশ শ্রম বাজারকে সবচেয়ে নমনীয় (flexible) বিবেচনা করা হয় এবং এ কারণে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের শ্রম নীতিমালা তেমন কোনো বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না। তথাপি অভিবাসী শ্রমিকদের আকর্ষণ করতে হলে আরও উদার শ্রম নীতিমালা প্রয়োজন হতে পারে যা সময় সাপেক্ষ।

৪. OECD-এর কেন্দ্রীয় দৃশ্যকল্প (central scenario) অনুসারে ২০৩০ সাল নাগাদ ব্রিটেনের মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) আকার বর্তমানের চেয়ে ৫% কম হবে। এর দরুন ব্রিটেনে খানাপ্রতি (per household) ৩২০০ পাউন্ড স্টার্লিং কমে যাবে। তবে সবচেয়ে নিরাশাবাদী দৃশ্যকল্প (pessimistic scenario) অনুসারে এই সংখ্যা আরো কম ঃ ৫০০০ পাউন্ড স্টার্লিং কম।

৫. OECD-এর কেন্দ্রীয় দৃশ্যকল্প (central scenario) অনুসারে (Brexit -এর নানাবিধ ও সম্মিলিত প্রভাব হিসাব করে) ২০৩০ সাল নাগাদ ব্রিটেনের net worth বর্তমান মূল্যের চেয়ে ৫% কম হবে।

পক্ষান্তরে, ব্রিটেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একক বাজারে (EU Single market) থাকলে অর্থনৈতিক নীতিমালার সংস্কার ও উদারিকরণের (regulatory reform and liberalization) মাধ্যমে বাণিজ্য ও বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করে ব্রিটেন নিজের, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ও সারাবিশ্বের বাণিজ্য ও বিনিয়োগের উদারিকরণে পথ প্রদর্শক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারত বলে OECD অভিমত ব্যক্ত করে।

বাংলাদেশের উপর Brexit -এর প্রভাব নিয়ে পরস্পরবিরোধী নানা রকম মন্তব্য পাওয়া যাচ্ছে। এসব বিতর্কের মধ্যে না জড়িয়ে তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে গবেষণাধর্মী লেখা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি ২৪ আগস্ট ২০১৬ তারিখে একটি সেমিনার আয়োজন করছে যাতে এই নিবন্ধের লেখক The Impact of Brexit on Bangladesh Economy শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করবেন।

লেখক পরিচিতি : ডিজিএম, বিবিটিএ

■

রোদ ঝলমলে শান্তিনিকেতন

শান্তির নীড় শান্তিনিকেতনে

আলাউদ্দিন আল আজাদ

এবারের ভারত ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য রাজস্থান প্রদেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ানো। বিদেশ ভ্রমণ মানেই বিস্তর ঝক্কি ঝামেলা। দাপ্তরিক অনুমতি, ভিসা সংগ্রহ, ডলার সংগ্রহ, ভ্রমণ কর প্রদান, বাস/ট্রেনের টিকেট সংগ্রহ ইত্যাদি শেষ করে সীমান্তে পৌঁছেও শান্তি নেই। দুই পাড়ের ইমিগ্রেশন এবং কস্টমস্রে হয়রানি আর ঝামেলাতো আছেই। যত কষ্টই হোক, তবু এই একটি মাত্র দেশ স্থলপথে ভ্রমণ করা যায় বলে আমি ভারতে কখনো আকাশপথে যাইনা। যাই হোক, উভয় পারের ঝক্কি-ঝামেলা শেষ করে ১৬ নভেম্বর ২০১৩ রাত ১০ টায় কলকাতা পৌঁছলাম। নিউমার্কেটে নেমে দেখি অসংখ্য বাংলাদেশি গিজি গিজ করছে। পিক সিজন হওয়াতে প্রতিটি হোটেলের ভাড়া আকাশ ছোঁয়া। ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই অবস্থা। কেনো রকমে রাতটা কাটানো যায় এমন একটি কক্ষের ভাড়া গুনতে হয়েছে ১২০০ রুপি। পরদিন রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরের টিকেট সংগ্রহ করতে গিয়ে আরেক বিপত্তিতে পড়ি। রাজস্থানমুখি কোনো ট্রেনেরই টিকেট নেই। দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে চারদিন পরের টিকেট পাই। তাহলে চারদিন কিভাবে কাটানো যায় এ নিয়ে ভাবনায় পড়ি। একদিন কলকাতা শহরে ঘোরাঘুরি করে পরদিন চলে যাই বীরভূম জেলার বোলপুরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনে।

শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস ট্রেনটি বোলপুর স্টেশনে পৌঁছায় দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ। ইতোমধ্যে শান্তিনিকেতনে কোথায় থাকব, কি কি দেখব, কোথায় খাব সব টুকিটাকি জেনে নিয়েছি আমাদের সহযাত্রী শ্রেয়সী আর শর্মিষ্ঠার কাছে। এই দুই তরুণী কলকাতার বাসা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরছে ট্রেনে করে। পথিমধ্যে বেশ আলাপ জমে উঠল। ট্রেন থেকে নেমে ওরা আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। অধিকাংশ পর্যটক শান্তিনিকেতনে রাত্রি যাপন করেনা। দিনে দিনে ঘুরে আবার কলকাতা বা গন্তব্যে ফিরে যায়। আমাদের হাতে যেহেতু সময় আছে তাই পুরো দুই দিন শান্তিনিকেতনে ঘুরে বেড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। বোলপুর রেলস্টেশন থেকে শান্তিনিকেতন ৩ কিঃমিঃ দূরে; যেতে হবে রিক্সায়। এদিকে ক্ষুধাও পেয়েছে, তাই দুপুরের খাওয়াটা সেরে নেওয়াটা শ্রেয় মনে করি। আগেই জেনেছি এ এলাকার বিখ্যাত খাবার হোটেল রেলস্টেশন থেকে একটু এগিয়ে রেললাইনের অপর প্রান্তে নারায়ণের হোটেল। আমি ও আমার সফরসঙ্গী শুভ আমরা দু'জনেই ভোজনরসিক; তাই যেখানেই যাই, ভালো খাবারের সন্ধান করি সবার আগে। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম বিখ্যাত নারায়ণের হোটেল। সত্যিই বিখ্যাত। বসার জায়গা নেই; ক্রেতারা গিজ গিজ করছে। খাসির মাংস, মুরগির মাংস, বিভিন্ন ধরনের মাছ, শাক-সবজি, ভর্তা থরে থরে সাজানো। আমার তর সইছিল না, বসে পড়ি একপাশে। উদরপূর্তি করে খাওয়ার পর একটি রিক্সা নিয়ে সোজা শান্তিনিকেতনের কাছে। বোলপুর থেকে শান্তিনিকেতনমুখি রাস্তার দু'পাশে ভুবনডাঙ্গা এলাকায় প্রচুর আবাসিক হোটেল গড়ে উঠেছে। কিন্তু ঘোরাঘুরির সুবিধার জন্য আমরা শান্তিনিকেতনের সন্নিকটে প্রথম গেটের কাছে একটি হোটেলে উঠি। ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম বিশ্বভারতীর উদ্দেশে।

কলকাতা থেকে ১৩৬ কিঃ মিঃ দূরে বীরভূম জেলার ভুবনডাঙ্গা নামক প্রত্যন্ত অঞ্চলে সত্যিই শান্তির স্বর্গ বসেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত স্বপ্নের শান্তিনিকেতনের সর্বত্র যেন এক স্বর্গীয় সুষমা বিরাজ করছে। আমার সমস্ত দেহ-মনে যেন শান্তির পরশ বুলিয়ে দিল। এর প্রতিটি ধূলিকণা, তরু-লতা, ফুল-ফল আর দালানকোঠা দেখে আমি রোমাঞ্চিত, শিহরিত, আন্দোলিত, উদ্বেলিত হয়ে উঠি। ১৮৬১ সালে কবিগুরুর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রায়পুরের জমিদার এস পি সিনহার কাছ থেকে ২০ বিঘা জমি কিনে পরের বছর এখানে শান্তির নীড় (আশ্রম) তৈরি করেন, নাম রাখেন শান্তিনিকেতন। এই আশ্রমটিতে রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালের ২২ ডিসেম্বর পাঁচজন ছাত্র নিয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম গড়েন। ১৯২২ সালের ১৬ মে গড়ে উঠে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় যার পরিচিতি আজ সারা দুনিয়া জুড়ে। ধর্ম, বর্ণ, পেশা, দেশ, জাতি নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল

স্মৃতি বিজড়িত ছাতিমতলা

মানুষ এখানে এসে এক হয়ে যায়। অসাম্প্রদায়িক চেতনা আর মানবতার মহান তীর্থ শান্তিনিকেতনে জগত সংসারের প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। পাকা ভবনের পাশাপাশি শাল, বকুল, মহুয়া আর অম্রকুঞ্জের ছায়ায় খোলা আকাশের নিচে শিক্ষা দেয়া হয় এখানে। ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট কবিগুরুর মহাপ্রয়াণের পর ভারত সরকার অধিগ্রহণ করে বিশ্বভারতী এবং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ভারত ভ্রমণে শান্তিনিকেতনের আকর্ষণ অনস্বীকার্য।

আমরা যখন শান্তিনিকেতনে পৌঁছলাম তখন প্রায় পড়ন্তবেলা; ছাত্র-ছাত্রীদের আনাগোনা তেমন নেই। শুধুমাত্র আশপাশের চায়ের দোকান এবং রেস্টুরেন্টে ছাত্র-ছাত্রীর জটলা আর আড্ডা চোখে পড়ে। ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় একটি পোস্টার দেখে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল; যাতে লেখা আছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অচলায়তন নাট্যগোষ্ঠীর নাটক মঞ্চস্থ হবে আজ রাতে। সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিলাম নাটক দেখতেই হবে। ক্রমে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে তাই হোটেলে না গিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে সময় কাটিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলাম অডিটোরিয়ামে। নাটক শুরু হতে বেশ খানিকটা সময় বাকি; তখনও একদল তরুণ-তরুণী মঞ্চসজ্জার কাজে ব্যস্ত। তাদের সামনে গিয়ে আমার পরিচয় দিলাম এবং নাটক দেখতে খুব উৎসাহী বলার সাথে সাথে হাসিমুখে আমাদের নিয়ে অডিটোরিয়ামের সামনের সারিতে বসাল। কিছুক্ষণ পর একটি মেয়ে আমাদের হাতে কফি দিয়ে ওয়েলকাম টু শান্তিনিকেতন বলে গেল। রাত ৮ টায় শুরু হ'ল নাটক। তিনটি নাট্যগোষ্ঠী পর পর তিনটি নাটক মঞ্চস্থ করে। নাটকগুলো ছিল নাসির উদ্দিন মোল্লা, ইভটিজিং এবং র‍্যাগিং। প্রত্যেকটি নাটকের কাহিনী হৃদয়কে স্পর্শ করার মতো। অডিটোরিয়াম থেকে বেড়িয়ে দেখি রাত প্রায় ১২ টা। চারিদিকে সুনসান নীরবতা। কিছুটা ভয়ে ভয়ে হোটেলে ফিরলাম। সারাদিনের ঘোরাঘুরিতে ক্লান্তি এসে ভর করল সারা দেহ-মনে। তাই দ্রুত রাতের খাবার খেয়ে নিদ্রাদেবীর কোলে আশ্রয় নিই।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি ঘড়িতে প্রায় ন'টা বাজে। তড়িঘড়ি করে বেড়িয়ে পড়লাম একটি রিক্সা নিয়ে। ওখানকার রিক্সাওয়ালারা খুব ধুরন্ধর গোছের। আমরা ১৫ টাকায় ঠিক করলাম বিশ্বভারতীর শেষ গেইট পর্যন্ত। সে আমাদের নানা গল্পে ব্যস্ত করে বিশ্বভারতী পার হয়ে আরো ২/৩ কিঃমিঃ উল্টোপাল্টা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবার শান্তিনিকেতনে নামিয়ে দিয়ে ভাড়া দাবি করল ১০০০ টাকা। এর আগে পথিমধ্যে একটি তালগাছ দেখিয়ে বলল, এই গাছ দেখে কবিগুরু 'তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে' ----কবিতাটি লিখেছিলেন, আবার একটি লালমাটির কাঁচা রাস্তা দেখিয়ে বলল, 'গ্রাম ছাড়া এই রাঙ্গামাটির পথ' গানটি এই রাস্তায় বসে রচনা করেছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সারাপথ সে আমাদের সাথে মধুর ব্যবহার করছিল; কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছে তার সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রূপ দেখলাম। পুরো টাকার জন্য সে হৈ চৈ বাঁধিয়ে দিল। তার ভাবখানা এমন যেন সে আমাদের পুরো বীরভূম জেলা ঘুরিয়ে এনেছে। অনেক বাক-বিতণ্ডার পর ৪০০ টাকা দিয়ে অবশেষে রেহাই পাই।

শান্তিনিকেতনের মূল আকর্ষণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ জীবনের আবাস উত্তরায়ণ। বেশ কয়েকটি ভবনের সমষ্টি এই উত্তরায়ণ। এর মধ্যে একটি হ'ল বিচিত্রা ভবন; যার মধ্যে আছে রবীন্দ্র মিউজিয়াম। নোবেল পুরস্কার ছাড়াও নানা পুরস্কার ও পদক, কবির ব্যবহৃত চটি, কুর্তা, জোব্বা, কলম, পাণ্ডুলিপি এবং কবির ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী রয়েছে মিউজিয়ামে। ভবনের অন্য অংশে রবীন্দ্র

শান্তিনিকেতনের অভ্যন্তরে কবিগুরুর ভাস্কর্য

গবেষণা কেন্দ্র। কবির ব্যবহৃত অস্টিন গাড়িটিও ভবনের বাইরের চত্বরে প্রদর্শন করা হয়েছে। বিচিত্রা ভবনের পাশেই রবীন্দ্র ভবন। আরো আছে কবির স্মৃতি বিজড়িত উদয়ন, কোনার্ক, শ্যামলী, পুনশ্চ ও উদীচী ভবন। উদীচীর পাশে গোলাপ বাগিচাটিও দর্শকদের মুগ্ধ করে। ঘুরতে ঘুরতে এলাম ছাতিমতলায় যেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বসে ধ্যান বা সাধনা করতেন। সপ্তপর্ণী বৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় শ্বেতমর্মরের বেদিতে বসে মহর্ষি লাভ করেছিলেন প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ আর আত্মার শান্তি। পাশেই ১৮৬৩ সালে তৈরি ব্রহ্মচর্যাশ্রম অর্থাৎ রঙিন কাঁচের উপাসনা মন্দির। এছাড়া কলাভবন, চীন ভবন, সঙ্গীত ভবন, নন্দন প্রদর্শনশালা, পাঠাগার ভবন ইত্যাদির আকর্ষণও কম নয়। শান্তিনিকেতনের আরেক আকর্ষণ বল্লভপুর অভয়ারণ্য। শাল, পিয়াল, কাজু, হরিতকি, আমলকি, বহেরা, মহুয়া, আকাশমনি, সোনাঝুরি গাছে ছাওয়া ৭০০ একর ব্যপ্তির পার্কে অসংখ্য হরিণ ঘুরে বেড়ায়। এছাড়াও এ পার্কে আছে কৃষ্ণসার, ময়ূর, খরগোশ, বেজি, সাপ ও হরেক রকমের পাখি। পার্ক লাগোয়া বিশাল লেক যার সৌন্দর্য যে কাউকে মুগ্ধ করে। নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত লেকের জলে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখির মেলা বসে। শান্তিনিকেতনের নতুন আকর্ষণ আন্তর্জাতিক মানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গীতাঞ্জলি; যার মধ্যে আছে প্রেক্ষাগৃহ, আর্ট গ্যালারি, গবেষণা কেন্দ্র, ক্যাফেটেরিয়া ও বাগান।

এসব দেখতে দেখতে সারাদিন যে কিভাবে ফুরিয়ে গেল টেরই পাইনি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে বাধ্য হয়ে হোটেলে ফিরি। এবার কলকাতায় ফেরার পালা। রাতটুকু হোটেলে কাটিয়ে ভোরে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করতে হ'ল কিন্তু স্মৃতিপটে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হয়ে রইল বিশ্বকবির স্মৃতিধন্য শান্তিনিকেতনের প্রতিটি স্থাপনা।

কবির ব্যবহৃত অস্টিন গাড়ি প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়েছে

■ *লেখক: জেডি, সদরঘাট অফিস*

গল্প

শীত

প্রবাল আহমেদ

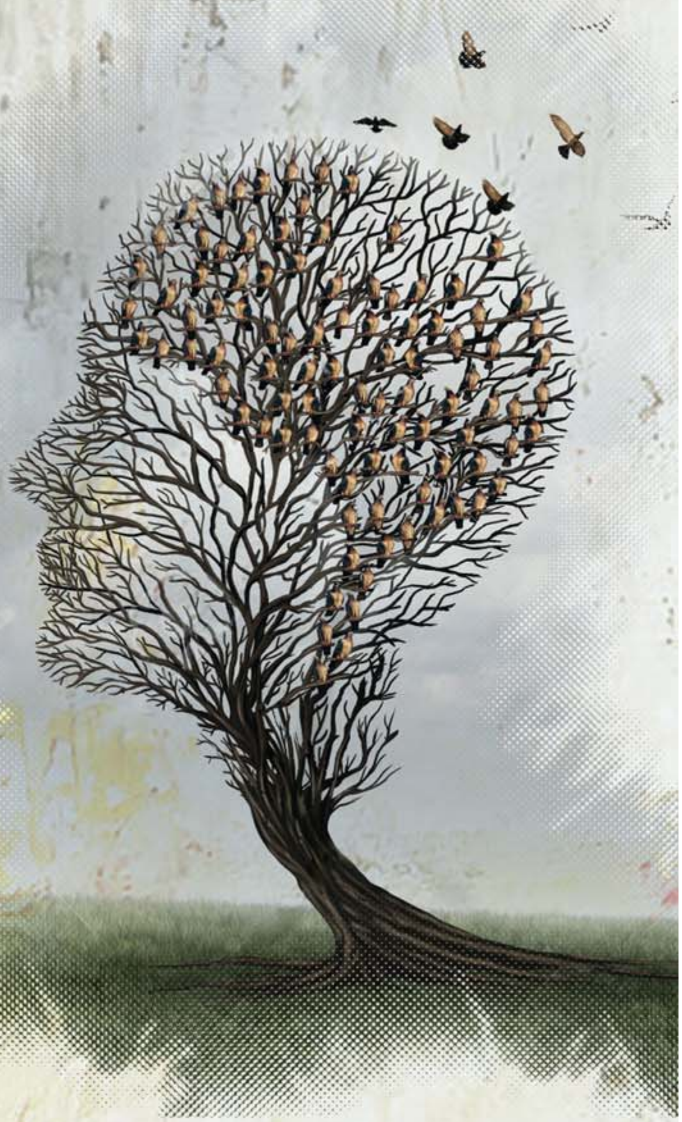

রাত দুটোর দিকে প্রচণ্ড গরমে আলতাফ সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে না। অথচ ঘরের ভেতর ডিম লাইট জ্বলছে। অর্থাৎ ইলেকট্রিসিটি আছে। পাশে বকুল শুয়ে আছে।

আলতাফ সাহেব একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ফ্যান বন্ধ করেছে?

বকুল চোখ বন্ধ করেই বললেন, হু, আমার শীত করছে। তোমার শীত লাগছে না ? আলতাফ সাহেব লক্ষ্য করলেন, বকুলের গায়ে কাঁথা। আগস্ট মাসের ভ্যাপসা গরম পড়েছে। শীত করার প্রশ্নই ওঠে না। তার মানে বকুলের জ্বর এসেছে।

আলতাফ সাহেব তার স্ত্রীর কপালে হাত রাখলেন। বকুলের শরীর ঠাণ্ডা। জ্বরের কোনো লক্ষ্মণই নেই। আলতাফ সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বাড়ির গৃহিণী অসুস্থ হয়ে পড়া মানে বিরাট যন্ত্রণা। সকালে রান্না হবে না। পাউরুটি আর জেলি দিয়ে নাস্তা সারতে হবে। আলতাফ সাহেব বললেন, দুটো প্যারাসিটামল খেয়ে নাও। আগে একটা প্যারাসিটামলে কাজ হত। আজকাল একটায় কিছু হয়না। দুটো খেতে হয়।

বকুল কিছু বললেন না। তার নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল। আলতাফ সাহেবের মনে হল থার্মোমিটার দিয়ে বকুলের জ্বরটা দেখা দরকার। অনেক সময় শরীরে তাপমাত্রা বোঝা যায় না। ভেতরে জ্বর থাকে। থার্মোমিটার কোথায় আছে কে জানে ! মাঝ রাতে থার্মোমিটার খুঁজতে ইচ্ছে করছে না। আলতাফ সাহেব এবার ভাবলেন মোহিনীকে ডাকবেন। তার মেয়ে মোহিনী সবে মাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছে। মোহিনী অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। সে নাকি গভীর রাত ছাড়া অঙ্ক করতে পারে না। গভীর রাতে তার ঘর থেকে খিলখিল হাসির শব্দ শোনা যায়। গণিতের সাথে হাসির সম্পর্ক আলতাফ সাহেবের বোধগম্য হয় না। আলতাফ সাহেব মোহিনীকে ডাকাতে গিয়েও ডাকলেন না। মোহিনী থার্মোমিটারের খোঁজ দিতে পারবে সে অতএব এই আশা না করাই ভালো। এ যুগের মেয়েরা সংসারের খোঁজ খবর কমই রাখে।

আলতাফ সাহেবের ঘুম ভাঙলো সকাল আটটার দিকে। তিনি ডাইনিং টেবিলে এসে দেখলেন পরোটা বানানো হয়েছে। তার সাথে বেগুন ভাজি। বকুল খুব স্বাভাবিকভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার গায়ে সোয়েটার। আবহাওয়া যথেষ্ট গরম। তার মানে বকুলের এখনও শীত করছে। নয়টার দিকে আলতাফ সাহেব বকুলকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে রওনা দিলেন। ডাক্তার রাকিবুর রহমান তার দূর সম্পর্কের ভাগনে। তার চেম্বার ধানমণ্ডিতে। ফাজিল ফাজিল চেহারার এক ছেলে। সারাক্ষণ হাসি হাসি মুখ করে ঘুরে বেড়ায়। আলতাফ সাহেবকে দেখলেই সে বিরাট এক হাসি দিয়ে বলে - 'হ্যালো মামা, হোয়াট আ ফান, হোয়াট আ ফান।'

চড় দিয়ে ছেলেটার দাঁত ফেলে দেয়া দরকার। ডাক্তারি কি ফাজলামির জিনিস ? কিছুদিন আগে সে বিদেশ থেকে কী ডিগ্রি নিয়ে এসেছে কে জানে ! এসএসসি সার্টিফিকেটে তার নাম ছিল রাকিবুর রহমান। বিদেশ থেকে ফিরে সে নিজের নাম লিখছে রাকিবুর রহমান গ্রুস। গ্রুস শব্দের অর্থ কি সেটা কেউ জানে না। আলতাফ সাহেবের ধারণা গ্রুস শব্দটির আসলে কোনো অর্থ নেই। এটি আসলে গ্রিস আর রাশিয়ার সম্মিলিত রূপ। আলতাফ সাহেব গ্রুস নিয়ে তাকে কখনোই কিছু জিজ্ঞেস করেন না। রাকিবুর রহমান গ্রুস বকুলকে অবশ্য খুব যত্ন নিয়ে দেখল। বকুলের গায়ে কোনো জ্বর নেই। অন্য কোনো সমস্যাও বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু বকুলের শীতভাব কমেনি। সে বাসা থেকে বের হয়েছে দুটো সোয়েটার গায়ে দিয়ে। রাকিবুর রহমান গ্রুস এর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারল না।

খনিকক্ষণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর বলল – 'কোথাও কোনো সমস্যা পাচ্ছি না। কয়েকটা টেস্ট করে দেখতে হবে। এ তো অদ্ভুত সমস্যা।' তাকে খানিকটা চিন্তিত মনে হ'ল। আলতাফ সাহেব খুবই বিরক্ত হলেন। মনে মনে বললেন, তুই জানিস ঘোড়ার ডিম। ডাক্তারি কিছু শিখিসনি, সমস্যা বুঝবি কী করে। তবে মুখে কিছু বললেন না। বকুলকে নিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেন।

আলতাফ সাহেব জানতেন না এই সমস্যাটা ঠিক কতখানি অদ্ভুত। পরের কয়েক সপ্তাহ আলতাফ সাহেব বকুলকে নিয়ে প্রায় সারা ঢাকা চষে ফেললেন। তিনি রাকিবুর রহমান গ্রুসের ওপর ভরসা রাখতে পারলেন না। পাঁচ-ছয়জন বড় বড় ডাক্তার দেখিয়ে ফেললেন। কেউ কিছু বলতে পারল না। প্রায় সব ধরনের মেডিক্যাল টেস্ট করিয়ে ফেললেন। খুব একটা লাভ হ'ল না। আলতাফ সাহেব একা ঘোরেন না তার সাথে বকুলও থাকে। গায়ে দুটো সোয়েটার পরে থাকাটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বকুলের ওয়েট একটু কম, ব্লাড প্রেশার লো। কিন্তু তাতে সোয়েটার গায়ে দেবার মতো শীত লাগার কথা নয়। শেষ পর্যন্ত কে একজন বুদ্ধি দিল – বিদেশে নিয়ে যান। আলতাফ সাহেব সেদিকে গেলেন না। বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করার মতো আর্থিক সামর্থ্য তার নেই। দেড় মাস পর আলতাফ সাহেব পুরোপুরি হাল ছেড়ে দিলেন। তার মনে হ'ল আর কিছু করার নেই, কপালে যা আছে তাই হবে। দিন থেমে থাকে না। বকুল সোয়েটার গায়ে দিয়েই সংসারের কাজকর্ম যথারীতি চালিয়ে যেতে লাগলেন। সবসময় সোয়েটার পরে থাকাটা তার অভ্যাস হয়ে গেল। দিনের বেলা সোয়েটার পরে ঘোরেন, রাতের বেলা লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমান, সারা বছর গরম পানি দিয়ে গোসল করেন। আলতাফ সাহেব স্ত্রীর জন্য বেশি বেশি শীতের কাপড় কিনতে শুরু করেন। বাড়িতে কেউ বেড়াতে এলে প্রথমে একটু অবাক হয়। পরে অভ্যস্ত হয়ে যায়। শুধু শীত করা ছাড়া বকুলের আর কোনো সমস্যা নেই। মোহিনীর বিয়ে হয়েছে। তার এখন আলাদা সংসার আছে। দুটো বাচ্চা আছে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে মাঝে মাঝে মাকে দেখতে আসে। বকুলের সোয়েটার পরা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যাথা নেই। বকুল সোয়েটার পরেই নাতি নাতনিদের সাথে সময় কাটান। নাতনিটা খুব দুষ্টু হয়েছে। সে বকুলের সোয়েটার প্রায়ই টেনে ছেঁড়ার চেষ্টা করে। বাড়ির অন্য সবাই একসময় ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হয়ে গেল। শুধু আলতাফ সাহেব অভ্যস্ত হতে পারলেন না। তার সব সময় মনে হতে লাগল কোথাও খুব বড় ধরনের একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। গণ্ডগোলটা কি সেটা কেউ ধরতে পারছে না। তার মনের মধ্যে একটা খটকা রয়ে গেল।

পরিশিষ্টঃ

রাকিবুর রহমান গ্রুস বকুলের সমস্যাটা বিস্তারিত জানিয়ে তার পিএইচডি প্রফেসর ড. গ্লুমবার্গকে একটা চিঠি লিখেছিল। প্রফেসর গ্লুমবার্গের উত্তরে যা লিখেছিলেন সেটা পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হ'ল।

প্রিয় গ্রুস,

তোমার চিঠি আর তার সাথে পাঠানো রিপোর্টগুলো আমি দেখেছি। মিস বকুলের অবস্থাটা আসলেই খুব অদ্ভুত। তবে এটা একেবারে অসম্ভব কিছু নয়। মেডিক্যাল সায়েন্সে এরকম ঘটনা মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। তোমার পাঠানো রিপোর্টগুলো দেখে আমি একটা নিজস্ব ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছি। তুমি নিশ্চয়ই জান, ঠাণ্ডা আর গরমের অনুভূতিবোধ আমাদের ব্রেন থেকেই নির্ধারিত হয়। আমার ধারণা মিস বকুলের মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশ কোনো কারণে কাজ করছে না। অর্থাৎ তার ব্রেন ঠাণ্ডা এবং গরমের পার্থক্য করতে পারছে না। হঠাৎ করে কেন তার ব্রেনের একটি অংশ অচল হয়ে গেল সেটি নিশ্চিতভাবে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে খুব তীব্র রেডিয়েশন একটা কারণ হতে পারে। আজকাল আমরা প্রচণ্ড রেডিয়েশনের মাঝেই বসবাস করি। প্রচণ্ড ভয় পেলেও অনেক সময় ব্রেনের নার্ভাস সিস্টেমের কিছুটা পরিবর্তন ঘটে যায়। এই পরিবর্তন একেক জনের ক্ষেত্রে একেক রকম হতে পারে। একজন জীবন্ত মানুষের ব্রেন ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখার কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই এই রোগীর ক্ষেত্রে নিশ্চিভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে তুমি যদি এই রোগীকে একবার এখানে নিয়ে আসতে পার, তাহলে আমরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে পারি। আশা করি তুমি বিষয়টার একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পেয়েছ।

আচ্ছা, তোমার গ্রুস নামের রহস্যটা কি তোমার দেশের মানুষ জানে ? আমার মনে হয় এটা আর কারো না জানাই ভালো।

ইতি,
প্রফেসর গ্লুমবার্গ

■ *লেখক : ডিডি, এফইআইডি, প্র.কা.*

নেট বিনোদন

টিকেট পাইনি তো কি ! প্লেনের ছাদে বসে হাওয়া খাবো

আব্বু, খাঁচার মানুষগুলো কী ভীতু, হি.হি.

এ জামানার কাঠবেড়ালি, পেয়ারা ফেলে আইসক্রিমে খুশি

চলছে বর্ষাকালীন সার্ভিস

কবিতা

আমাদের কষ্টের কথা

হামিদুল আলম সখা

আজকাল অনেক কথা মনের ভিতর
বোমারু বিমানের মতো যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করে।
আমাদের জন্মের সময় আমরা কষ্ট
পেয়েছি কিনা জানি না !
তবে জননীর যে কষ্ট হয়েছে
তা নিজের স্ত্রীর সন্তান ভূমিষ্ঠের সময়
অবলোকন করেছি।
তাহলে পৃথিবীর জন্মের সময়
নিশ্চয় একটা প্রচণ্ড কষ্ট অনুভূতি হয়েছে
পৃথিবীর জননীর।
এর জননী যদি সূর্য হয় তবে তো আরো কষ্ট।
এ পৃথিবীতে যন্ত্রণা ছাড়া আর কি আছে ?
সুখ তো অলীক !
তবে সে বয়সে যেটা বুঝতে পারি যে
প্রতিটি জন্মের সময় একটা কষ্টবোধ হয়ে থাকে।
আমরা প্রতিনিয়ত কষ্টের ভিতর বেঁচে থাকি
আমরা প্রতিনিয়ত সুখের জন্য যুদ্ধ করে থাকি
আমরা প্রতিনিয়ত শত্রু বাড়াতে থাকি
আমরা প্রতিনিয়ত মৃত্যুর দিকে এগুতে থাকি
আমরা প্রতিনিয়ত মৃত্যুর দিকে এগুতে থাকি
আমরা প্রতিনিয়ত মৃত্যুর দিকে----------

কবি পরিচিতি: ডিডি, এফআইআইডি, প্র.কা.

মা

হামিদা বেগম

'মা' তোমার তুলনা তুমি নিজেই
কি ভালবাসায় তুমি দিয়েছ
পৃথিবীর আলো দেখার সুযোগ !
পরম স্নেহে লালন করেছ তুমি
দিয়েছ অবাধ স্বাধীনতা
নিজের সুখ, শান্তি বিসর্জন দিয়ে
শিক্ষা-দীক্ষায় করেছ গগণচুম্বি।
আমায় দেখে ভুলে যাও তুমি
জগতিক সব কষ্ট।
কি অসীম স্নেহে
গড়ে তুলেছ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে।
অর্থ, সম্মান সব কিছুতেই
পেয়েছি আমি উপযুক্ত স্থান
তোমারই দোয়ায়।
সেই আমি এখন তোমার বৃদ্ধাবস্থায়
পাশে থাকার, সেবা করার
সময়, সুযোগ পাইনি,
নিজের সংসার, জাগতিক চাহিদার কারণে।
মা তুমি ক্ষমা করে দিও
আমার মতো অধম সন্তানদের।
জানি নেই তাতে তোমার কোনো কষ্ট
নিজেকে ক্ষমা করার নেই কোনো অস্ত্র।
হাসি মুখে মেনে নাও সব তুমি
সত্যিই তোমার তুলনা তুমিই।

কবি পরিচিতি: ডিডি, বিবিটিএ

হৃদয়ের ক্যানভাসে বাংলাদেশ

বিপ্লব চন্দ্র দত্ত

রোজ সকালে সূর্য ওঠে, কাজল বিলে শাপলা ফোটে।
ভোর হয় পাখির ডাকে, নৌকা চলে নদীর বাঁকে।
রাখাল ছেলে বাজায় বাঁশি, মায়ের মুখে মধুর হাসি।
মন দোলা দেয় জারুল ফুলে, আঁচল বিছানো নদীর কূলে।
বকুল ছড়ানো মেঠো পথে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকে আঁধার রাতে।
কুহু রবে কোকিল গায়। গাঁয়ের পথে বাউল যায়।
খেজুর গাছে রসের হাঁড়ি, মেঘলা আকাশে বকের সারি।
রাখাল চরায় গরুর পাল। বৈঠায় মাঝি ধরে হাল।
রেশম-সাদা কাশফুল দোলায় উদাসী বনের দখিনা হাওয়া
ডাহুক ডাকে হিজল বনে গাঁয়ের বধূ সখি সনে।
রবির আলো হাসে, শিশির ভেজা ঘাসে,
মাঝিরা গায় ভাটির সুরে, কুয়াশা ভেজা শীতের ভোরে।
শ্যামল ছায়া তরুতলে, মমতার পরশ মা'র আঁচলে।
হংস-মিথুন ঝিলের জলে, জনম আমার বাংলার কোলে,
রূপের তার নেইকো শেষ, হৃদয়ের ক্যানভাসে বাংলাদেশ।

কবি পরিচিতি: ডিএম, সিলেট অফিস

বাবা

মোঃ সাহিনুল ইসলাম (সাহিন)

বাবা তোমায় দেখি
সকাল ও সন্ধ্যা বেলায়,
বাবা তোমায় অনুপ্রেরণা যোগায়
সর্বদা আমার ভবিষ্যৎ গড়ায়।
কত কষ্ট করে অর্থ উপাজন কর
বাবা আমার লেখাপড়ায়,
অনেক স্বপ্ন দেখ তুমি বাবা
আমার জীবন গড়ায়।
ছেলে আমার হবে খ্যাতিতে অনেক বড়,
আল্লাহ তুমি বাবার এই আশা পূরণ কর।

কবি পরিচিতি: সিনি. ডেকো, আইন বিভাগ, প্র.কা.

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা — সুবলকুমার বণিক

দুষ্কৃতকারী আর দুষ্কৃতিকারী

দুষ্কৃতকারী আর দুষ্কৃতিকারী
সমাজে দুষ্ট এরা ভ্রষ্টাচারী।
শব্দ দেখছ দুটো, দুটোই তো ঠিক
ওদের কর্মেকাজে শতবার ধিক্ ।

[`®Z© Avi ©`®wZ© GKB A_‡evaK kã| Gi A_ n‡"Q `®g, cvcKvR, AmrKvR| G `wU k‡ãi m‡½ K`šÍ c` ©Kvix© †hvM Ki‡j MwVZ nq ©`®ZKvix©, ©`®wZKvix©| ©Kvix© A_ ©†h K‡i©| mZivs †h ©`®Z© K‡i, †m ©`®ZKvix© Avi †m ©`®wZ© K‡i, †m ©`®wZKvix©| Avgv‡`i mvaviY aviYv GB, ©`®ZKvix© Ges ©`®wZKvix© Gi †h †Kvb GKwU ïׄ| wKš GB aviYv wVK bq| †h‡nZ ©`®Z© Ges ©`®wZ© `‡Uv kãB ïׄ, †m‡nZ ©`®ZKvix© Ges ©`®wZKvix© G `‡UvI ïׄ| `®g Z_v cvcKvR K‡i GB A‡_ ©`®wZ© kãwUI e¨envi Kiv hvq|]

বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরিতে নতুন সংগ্রহ

পাঠকদের জ্ঞানের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করতে বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরি প্রায়শই উন্নয়ন, অর্থনীতি, সাম্প্রতিক ইস্যু ও সাহিত্য সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বই ও সাময়িকী সংগ্রহ করে থাকে। প্রকাশনাগুলো পাঠ করার মাধ্যমে পাঠকগণ ব্যক্তিগতভাবে নিজেরা যেমন উপকৃত হন তেমনি সামষ্টিকভাবে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেন। নিম্নে পাঠকগণ এক নজরে সাম্প্রতিক সময়ে সংগৃহীত নিম্নোক্ত বই/সাময়িকী সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

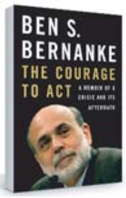

The Courage To Act : A Memoir Of A Crisis And Its Aftermath

- Ben S. Bernanke
W.W. Norton & Company, USA; 2015

Why Are We Waiting? : The Logic, Urgency, And Promise Of Tackling Climate Change

- Nicholas Stern
Mit Press, USA; 2015

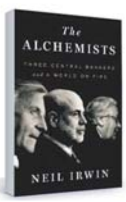

The Alchemists: Three Central Bankers And A World On Fire

- Neil Irwin
Penguin Books, USA; 2014

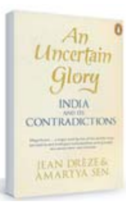

An Uncertain Glory : India And Its Contradictions

- Jean Dreze and Amartya Sen
Penguin Books, England; 2013

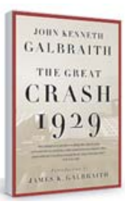

The Great Crash 1929

- John Kenneth Galbraith
Mariner Books, USA; 2009

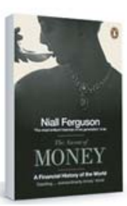

The Ascent of Money : A Financial History of the World

- Naill Ferguson
Penguin Books, United Kingdom; 2009

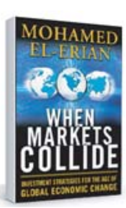

When Markets Collide: Investment Strategies For The Age Of Global Economic Change

- Mohamed A. El-erian
Mcgraw-hill, USA; 2008

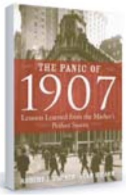

The Panic Of 1907 : Lessons Learned From The Market's Perfect Storm

- Robert F. Bruner and Sean D. Carr
Wiley International, USA; 2007

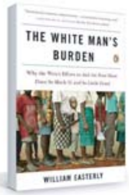

The White Man's Burden: Why The West's Efforts To Aid The Rest Have Done So Much Ill And So Little Good

- William Easterly
Oxford University Press, USA; 2006

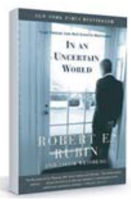

In An Uncertain World: Tough Choices From Wall Street To Washington

- Robert E. Rubin and Jacob Weisberg
Random House Trade, USA; 2003

A Passage To The English Grammar And Composition (Volume-2: Creative Writing)

- S. M. Zakir Hussain
Dhaka, Ahsania Books for Creative Learning, 2014

ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ২০১৫-২০১৬

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Monetary Policy And Sustainability : The Case Of Bangladesh

- Council on Economic Policies
August 2015

Financial Regulations For Improving Financial Inclusion: A CGD Task Force Report

- Center for Global Development
2055 L Street NW, Floor 5
Washington DC 20036

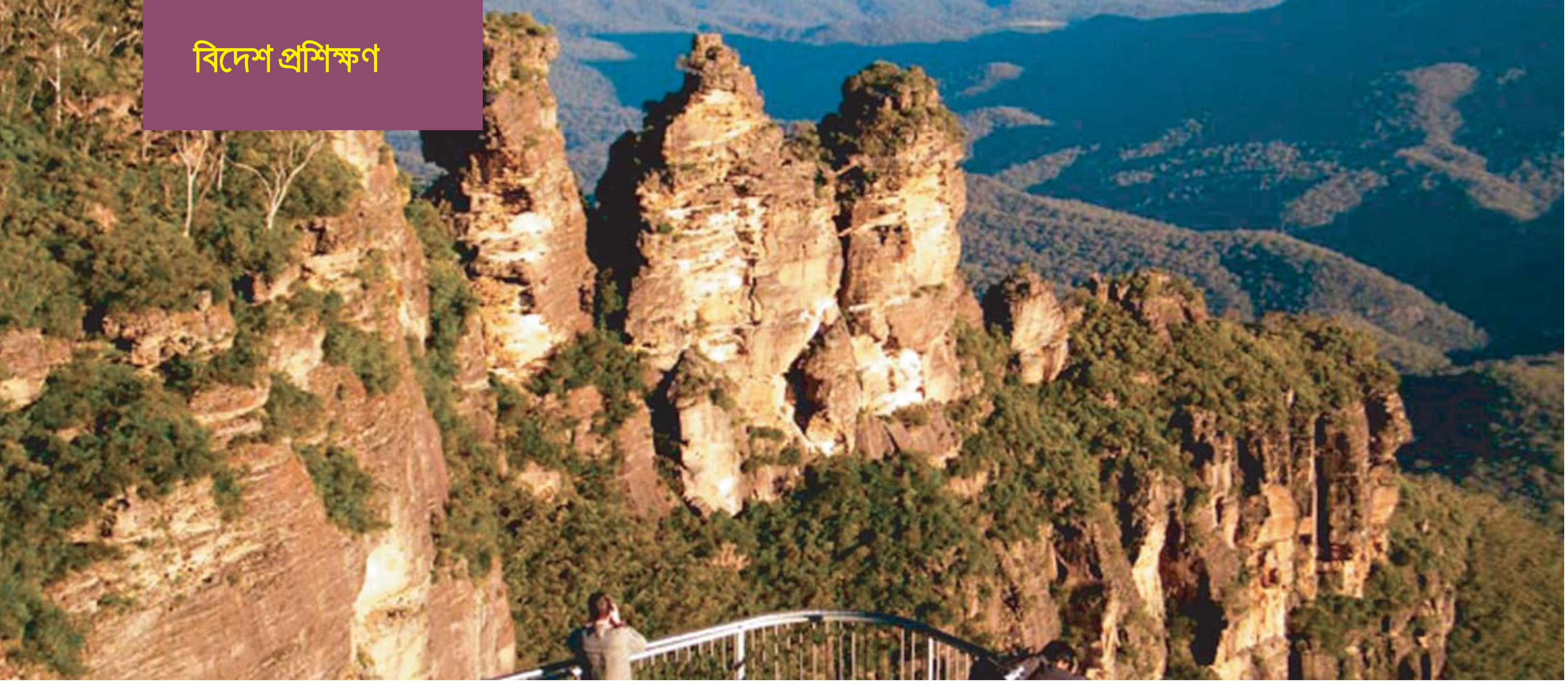

সকালের আলো ঝলমলে থ্রি সিস্টার্স

অস্ট্রেলিয়ায় ক'দিন

সুপর্না রানী মহন্ত

অস্টেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব স্টেট সাউথ ওয়েলেস্যের রাজধানী সিডনি মহাদেশটির অন্যতম বৃহৎ একটি বাণিজ্যিক শহর। অপেরা হাউস, ডার্লিং হারবার, হারবার ব্রিজসহ অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত সিডনি বিশ্বের অন্যতম প্রধান পর্যটনকেন্দ্র। চারদিকে একাধিক শান্ত নীলাভ সাগর সৈকত বেষ্টিত এই শহরটি ২০১১ সালের জুনে একটি অফিশিয়াল ট্যুরে ভ্রমণ করার সৌভগ্য হয় আমার।

ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর যুগ্মপরিচালক আল মেহেদি হাসান, সহকারী পরিচালক মশিউর ভাই, নূরজাহান আখতার এবং আজাদ উদ্দিনসহ আমরা পাঁচজন এই অফিসিয়াল ট্যুরে অংশ নিতে অস্ট্রেলিয়া যাত্রা করি। ১৭ জুন ২০১১ তারিখে রাত একটায় মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করি। পরদিন অস্ট্রেলিয়া সময় সন্ধ্যা ৭টায় অস্ট্রেলিয়ার Grace Hotel -এ পৌঁছাই। পরদিন সকাল নয়টায় অস্ট্রেলিয়ার একমাত্র প্রাইভেট ক্রেডিট ব্যুরো Veda Advantage এর উদ্দেশ্যে রওনা হই। সভাস্থলে যাবার পথে সিডনির পথঘাট মন ভরে দেখছি আর অবাক হচ্ছি। পথঘাট কেমন ফাঁকা ফাঁকা। পরমুহূর্তেই মনে পড়ল ঢাকার নাগরিক বলেই হয়তো আমি অবাক হচ্ছি। যানজট আর জনজট দেখেই আমরা অভ্যস্ত কি-না ! রাস্তায় মিকিমাউসের সাথে দেখা হ'ল।

Grace Hotel থেকে কিছুটা হেঁটে আর কিছুটা মেট্রো ট্রেনে করে সকাল নয়টায় Veda Advantage পৌঁছাই। আমাদের এই ট্যুরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অস্ট্রেলিয়ান ক্রেডিট ব্যুরো সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ এবং পরিপূর্ণ ধারণা অর্জন করা। যা আমাদের ক্রেডিট ব্যুরোকে আরো সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে। সেসময় দেশের বাইরের ক্রেডিট ব্যুরোর কার্যক্রম সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা ছিল না। অস্ট্রেলিয়ার ক্রেডিট কন্ট্রোল সিস্টেমস্ সম্পর্কে যা জানলাম তাতে এককথায় আমরা অভিভূত হলাম। কি চমৎকার তাদের ক্রেডিট কন্ট্রোল সিস্টেম। আমাদের দেশে সিআইবিতে আমরা যেখানে ঋণগ্রহীতার ৯-১০টি বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করেও ঋণখেলাপি কমাতে হিমশিম খাচ্ছি সেখানে অস্ট্রেলিয়ান ব্যুরো শুধু তিনটি বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে কত সহজেই ঋণখেলাপি সনাক্ত করতে পারে। তাদের ব্যবহৃত বৈশিষ্ট্যগুলো হ'ল- ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স। ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহারের কথা শুনে প্রথমেই মনে পড়ল, আমাদের দেশেও তো এরকম কিছু ইউনিক আইডি ব্যবহার করা যেতে পারে। এরকম কোনো আইডি ব্যবহার করে আমাদের দেশকেও অনাকাঙ্ক্ষিত ঋণখেলাপিদের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব। সারাদিনের মিটিংপর্ব সমাপ্ত করে বিকেল পাঁচটায় আমরা হোটেলে ফিরে আসি। পরদিন সুযোগ এলো স্বপ্নের শহর সিডনিকে প্রাণ ভরে উপভোগ করার। ভ্রমণ শুরু করি ডার্লিং হারবার দিয়ে। পর্যায়ক্রমে হারবার ব্রিজ ও লু'না পার্ক।

সকালে নাস্তা শেষ করে পায়ে হেঁটে চলে যাই ডালিং হারবার। দীর্ঘ তিন ঘন্টা ডালিং হারবারের মনোমুগ্ধকর মনোরঞ্জন পার্ক, চাইনিজ গার্ডেন অব ফ্রেন্ডশিপ, Tumbalong Park, Australian National Maritime Museum, Sydney Aquarium, Sydney Wildlife World আর Darling Quarter Playground এর সৌন্দর্য উপভোগ করি। এরপর যাই হারবার ব্রিজ, লুনা পার্ক আর অপেরা হাউজের নয়নাভিরাম শৈল্পিক সৌন্দর্যের খোঁজে। ফিরে এসে দেখি নূরজাহান আপুর ভাই-ভাবি এসেছেন আমাদের নিতে। ভাইয়া থাকেন সিডনির আবাসিক এলাকায়। Suburb নামে পরিচিত এই আবাসিক এলাকাটি বেশ প্রশস্ত এবং খোলমেলা। কিছু ছোট-বড় গাছ আর প্রশস্ত আঙ্গিনা ঘেরা বাংলো ধরনের সর্বোচ্চ তিলতলা বাড়ি। ঢাকা শহরের একটা ১২০০ বর্গফুট ফ্ল্যাটে থাকার সুযোগ পেলেই যেখানে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করি সেখানে অপূর্ব এইসব Suburb গুলিকে স্বপ্নরাজ্য বললে বেশি বলা হবেনা। সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন সবাই রওনা হলাম থ্রি সিস্টার্স ব্লু-মাউন্টেইনে অবস্থিত কাটুম্বা শহরের উদ্দেশ্যে। দীর্ঘ দুই ঘণ্টা ট্রেনে যাত্রা শেষে কাটুম্বা শহরে পৌঁছাই। অস্ট্রেলিয়ায় তখন শীতকাল আর থ্রি সিস্টার্সে জিরো ডিগ্রি তাপমাত্রা। এই প্রচণ্ড শীতে থ্রি সিস্টার্স ভ্রমণ শেষ করলাম।

Veda Advantage এর সভায় আমি ও অন্য সহকর্মীরা

অবশেষে দেশে ফেরার পালা। অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের রাশি রাশি স্মৃতি মানসপটে সাজিয়ে দেশের পথে রওনা হলাম আর মনে মনে ভাবলাম- আবার কখনো তোমার সাথে দেখা হবে কি-না কে জানে ! বিমানের জানালা দিয়ে মেঘমালা দেখছি আর ভাবছি যদি মেঘ হতাম, ভেসে ভেসে নানা দেশ দেখতাম, কত ভালোই না হত।

■ *লেখক পরিচিতি: ডিডি, সিআইবি, প্র.কা.*

সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করার জন্য ম্যাক বাইন্ডিংয়ের প্রয়োজনীয়তা পিসি ও ল্যাপটপের ম্যাক অ্যাড্রেস জানার উপায়

মোঃ ইকরামুল কবীর

কম্পিউটার নেটওয়ার্কের নিরাপত্তার জন্য ব্যাংকসহ বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের ল্যাপটপ, কম্পিউটারের ম্যাক অ্যাড্রেসকে নির্দিষ্ট পোর্টের জন্য বাইন্ড করে দেওয়া হয়। এটা করার মাধ্যমে নিজ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত বহিরাগত কম্পিউটারসমূহকে অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্কে অনুপ্রবেশ করা থেকে বাধা দেওয়া যায়; ফলে সুরক্ষা দেওয়া যায় অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্কটিকে। এছাড়া ম্যাক বাইন্ড করা থাকলে, একজন নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সহজেই চিহ্নিত করতে পারেন কোন কম্পিউটার কোথায় অবস্থান করছে, কোন কম্পিউটার হতে নেটওয়ার্ক লেভেলে অ্যাটাকিং, হ্যাকিং ঘটেছে ইত্যাদি।

কিন্তু এই ম্যাক বাইন্ডিং করার ফলে একটা কম্পিউটার ইচ্ছা করলেই নিজ অর্গানাইজেশনের যেকোনো স্থানে ইচ্ছামতো নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করা যায় না। স্থান পরিবর্তন করতে হলে অনেক সময় ম্যাক অ্যাড্রেসটি নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে অবহিত করতে হয়। এজন্য আমাদের সবার জানা উচিত, ম্যাক অ্যাড্রেস কি ও কিভাবে নিজ কম্পিউটার, ল্যাপটপের ম্যাক অ্যাড্রেসটি বের করা যায় ?

ম্যাক অ্যাড্রেস

ম্যাক অ্যাড্রেসের সম্পূর্ণ ইংরেজি রূপ হচ্ছে Media Access Control Address (MAC Address). কোনো কম্পিউটারের ম্যাক অ্যাড্রেস হচ্ছে সেই কম্পিউটারটিতে ব্যবহার্য নেটওয়ার্ক ডিভাইসটির জন্য একটি অনন্য পরিচিতি যা কম্পিউটারটির বাহ্যিক পরিচিতি প্রদান করে। এটা নেটওয়ার্কের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং কম্পিউটারটিকে সেই নেটওয়ার্কে পরিচিত করে দেয়। কোনো ডিভাইসের ম্যাক অ্যাড্রেস তার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করে থাকে। একেকটি নেটওয়ার্ক ডিভাইসের জন্য একেকটি ম্যাক অ্যাড্রেস থাকে।

ম্যাক অ্যাড্রেস হচ্ছে কোনো নেটওয়ার্ক ডিভাইসের জন্য একটি অনন্য সনাক্তকারী নাম্বার। এটা হেক্সাডেসিমাল ফরম্যাটে থাকে। যেমন: 05:9b:bd:89:e4:4q এটা অবশ্যই ১২ ডিজিটের হবে।

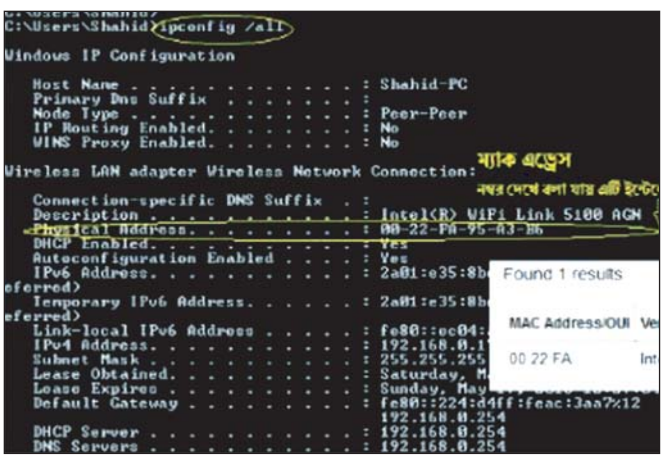

ম্যাক অ্যাড্রেসের প্রথম অর্ধেক বুঝায় ডিভাইসটি কোন মডেল বা ব্র্যান্ডের আর বাকি অর্ধেকটি হচ্ছে ঐ ডিভাইসটি অনন্য বা unique নাম্বার। এটাকে মোবাইলের IMIE বা গাড়ির VIN নাম্বারের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

কোনো নেটওয়ার্ক ডিভাইসের ম্যাক অ্যাড্রেস বের করার নিয়ম

সাধারণত কোনো ডিভাইসের ম্যানুয়েলে ম্যাক অ্যাড্রেস দেয়া থাকে। অনেক ডিভাইসের পিছন দিকে সিরিয়ালের সাথে ম্যাক অ্যাড্রেস দেয়া থাকে। তবে আমরা কম্পিউটারে সংযোগকৃত ডিভাইসটির ম্যাক অ্যাড্রেস অন্য আরেক উপায়ে জানতে পারি। এটা এক এক অপারেটিং সিস্টেমের জন্য এক এক রকম।

উইন্ডোজ এক্সপি

Start->Control Panel->Classic View->Network Connections

এখন আপনি যে কানেকশনটির ম্যাক অ্যাড্রেস বের করতে চান সেটিতে মাউসের ডান বোতাম চাপুন এবং Properties এ যান। সেখানে Connect Using এর নিচে টেক্সট বক্সে মাউস রাখলেই আপনাকে ঐ ডিভাইসটির ম্যাক অ্যাড্রেস দেখাবে।

উইন্ডোজ ৭

Start এর Search Programs & Files এর সার্চ বক্সে লিখুন Network and Sharing Center উপরে কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টে ক্লিক করুন। এবার বাম দিক থেকে Change Adapter Settings সিলেক্ট করুন। এখন আপনি যে কানেকশনটির ম্যাক অ্যাড্রেস বের করতে চান সেটিতে মাউসের ডান বোতাম চাপুন এবং Properties এ যান। সেখানে Connect Using এর নিচে টেক্সট বক্সে মাউস রাখলেই আপনাকে ঐ ডিভাইসটির ম্যাক অ্যাড্রেস দেখাবে।

▶ এখন আপনি যদি গ্রামীণ/বাংলালিংক/সিটিসেল মডেম ব্যবহার করেন তাহলে উপরোক্ত পদ্ধতিতে কাজ নাও হতে পারে। বাংলাদেশের প্রায় সবাই মডেম ব্যবহার করে। মডেম ব্যবহারকারীরা নিম্নের উপায়ে ম্যাক অ্যাড্রেস বের করতে পারবেন ঃ

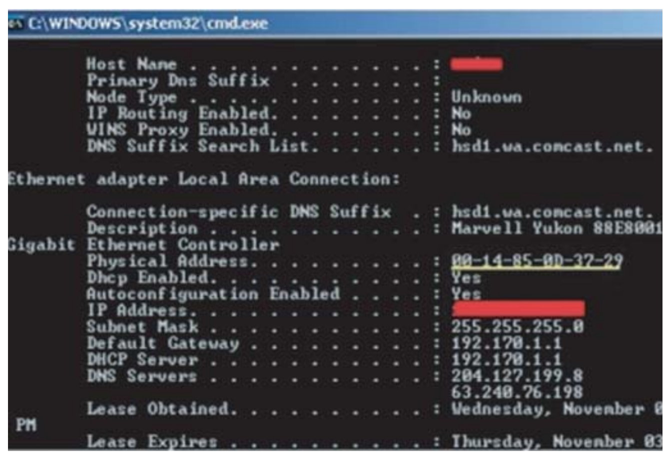

প্রথমে আপনি আপনার মডেমটিতে নেট কানেকশন দিন।

এবার Start->Run

Run এর বক্সে লিখুন cmd এন্টার দিন।

কমান্ড উইন্ডো খুলবে।

এবার লিখুনঃ ipconfig /all

অথবা লিখুনঃ getmac

অনেক ধরনের তথ্য আপনার সামনে আসবে।

সেখানে Ethernet Adapter Local Area Connection

অথবা Physical Address লেখাটি খুঁজে বের করুন।

এবার এখানে Physical Address এর সামনে ১২ ডিজিটের সংখ্যা ও অক্ষরের সমন্বয়ে যে সিরিয়ালটি দেখতে পাচ্ছেন সেটিই আপনার ম্যাক অ্যাড্রেস।

■ *লেখক: মেইনটিন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (ডিডি), আইটিওসিডি, প্র. কা.*

দাঁড়কাকের বুদ্ধি শিম্পাঞ্জির সমান !

সুইডেনের লুন্ড ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক সম্প্রতি কাক এবং দাঁড়কাকের বুদ্ধিমত্তা যাচাইয়ের জন্য এক পরীক্ষা করেন। এ পরীক্ষার পর তাদের মত হ'ল, দাঁড়কাক আর এর সমগোত্রীয় পাখিরা বুদ্ধির দিক থেকে শিম্পাঞ্জির মতোই চতুর। যদিও তাদের মস্তিষ্কের আকার শিম্পাঞ্জির তুলনায় অনেক ছোট, কিন্তু সে ছোট মস্তিষ্কের পরিবর্তে আসলে সেখানকার নিউরনের ঘনত্ব আর মস্তিষ্কের গঠনই বুদ্ধিমত্তা প্রকাশের বেলাতে কাজে দেয় বেশি। বুদ্ধিমত্তা নিয়ে এ পরীক্ষাটি আসলে ২০১৪ সালে করা এক পরীক্ষারই অংশ বলা চলে। সে সময় আমেরিকার ডিউক ইউনিভার্সিটির গবেষকেরা ৩৬টি ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে বুদ্ধিমত্তার ধরন বোঝার চেষ্টা করেন। প্রাণীগুলো ছিল মূলত প্রাইমেট আর এপ গোত্রীয়। একটা স্বচ্ছ কাঁচের বোতলের ভেতর থেকে তারা কীভাবে খাবার বের করে, সে বিষয়টা যাচাই করা হয় বুদ্ধিমত্তার ধরন নির্ণয়ে। সে পরীক্ষায় বড় এপ গোত্রের প্রাণীগুলো সবচেয়ে ভালো কাজ করে বেশি বুদ্ধির পরিচয় দেয়। সে সময় অবশ্য কাক বা কোনো ধরনের পাখিকে বুদ্ধিমত্তা নির্ণয়ের পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

পরবর্তীতে কাক আর দাঁড়কাকের মতো একই ধরনের কিছু পাখিদের নিয়ে চালানো হয় বোতলের ভেতর থেকে খাবার বের করার সেই একই পরীক্ষা। আর মজার ব্যাপার হ'ল, দাঁড়কাকগুলো ঠিক যেন গরিলা আর সমগোত্রীয় প্রাণীর মতোই খাবার বের করতে সক্ষমতা দেখাল, পুরো ভিন্ন গোত্র আর ছোট আকারের প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও। এ পরীক্ষার পর গবেষকরা এখন বুদ্ধিমত্তা আর মস্তিষ্কের আকারের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ধারণের বিষয়েও পরীক্ষা চালানোর চিন্তা ভাবনা করছেন।

ভিয়েতনামে নিষিদ্ধ হতে যাচ্ছে মোটরসাইকেল

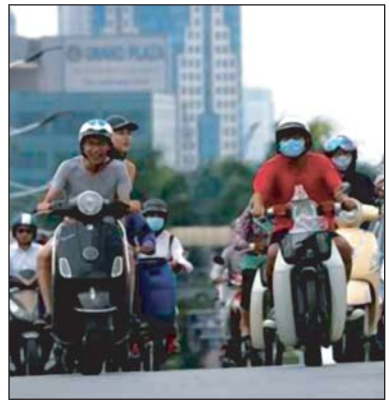

ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে নিষিদ্ধ হতে যাচ্ছে মোটরসাইকেল। আগামী ১০ বছরের মধ্যে এ উদ্যোগ সফল করার পরিকল্পনা করছে দেশটির সরকার। মাত্রাতিরিক্ত যানজট থেকে শহরকে মুক্ত করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। খবরে বলা হয়, দেশটির স্থানীয় সরকার আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে হ্যানয়কে মোটরসাইকেলমুক্ত শহর হিসেবে দেখতে চায়। থান নিয়েন নিউজ ওয়েবসাইটের তথ্যানুযায়ী, ভিয়েতনামের রাজধানীর রাস্তাগুলোতে অধিক মাত্রায় যানজট থাকে। ৫ লাখ গাড়ির পাশাপাশি এ রাস্তায় ৫০ লাখ গাড়ি প্রতিনিয়ত পাল্লা দেয়। দিন দিন এ পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষের দাবি, আগামী ২০২০ সালের মধ্যে এখানে মোটরবাইকের সংখ্যা পৌঁছাবে ৭০ লাখ। গাড়ির সংখ্যাও বেড়ে দ্বিগুণ হবে। সিটি মেয়র গুয়েন ডাক চুং বলেন, 'তার মানে আগামী ৪ বা ৫ বছরে যানজট পরিস্থিতি আরো জটিল হবে। সুতরাং আমাদের এখনই এর সমাধানের পথ খুঁজতে হবে।'

ঘুমের জন্য পয়সা দেয় কোম্পানি

কর্মচারীদের ঘুমের জন্য পয়সা দেয় কোম্পানি- একথা শুনে অবাক বনে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ যেখানে কাজ করেও ঠিক মতো পারিশ্রমিক পাওয়া কষ্টকর সেখানে ঘুমের জন্য টাকা ! যুক্তরাষ্ট্রের বিমা জায়ান্ট এইটনা মনে করে কর্মচারীরা আগের রাতে কেমন ঘুমাচ্ছে, তার ওপর তাদের পারফরমেন্স অনেকটাই নির্ভর করে। সে কারণে, ভালো ঘুমের শর্তে বাড়তি বোনাস দিচ্ছে এই কোম্পানি। প্রতি রাতে অন্তত সাত ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন ঘুমানোর শর্তে বছরে একজন কর্মীকে ৩০০ ডলার পর্যন্ত দেয়া হচ্ছে। প্রতিশ্রুতি-মতো আদৌ তারা ঘুমোচ্ছে কিনা, তার প্রমাণে কর্মচারীরা ঘুমের সময় কব্জির সাথে একটি মনিটর বেঁধে রাখে। ঐ মনিটরের সাথে সংযোগ থাকে অফিস কম্পিউটারের। অনেক সময় কর্মচারীদের মুখের কথাও গ্রহণ করে কোম্পানি। কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট কে মুনি বলেন, এ নিয়ে আমরা চিন্তিত নই, আমরা কর্মচারীদের বিশ্বাস করি।

২০০৯ সালে এইটনা ঘুমের এই স্কিম চালু করে। ২০০৪ সাল নাগাদ পঁচিশ হাজার কর্মচারীর দশ হাজারই এতে যোগ দেয়। গত বছর অর্থাৎ ২০১৫ সালেই যোগ দিয়েছেন ১২০০ কর্মচারী। শুধু ঘুম নয়, শরীরচর্চা করলেও কর্মচারীদের বাড়তি পয়সা দেওয়া হয়। বিবিসি জানিয়েছে, ২০১১ সালে আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব স্লিপ মেডিসিনের এক গবেষণায় বলা হয়- যুক্তরাষ্ট্রে ভালো ঘুমের অভাবে বছরে কর্মচারীর প্রতি গড়ে ১১.৩ কর্মদিন নষ্ট হয়। টাকার হিসাবে এই ক্ষতি ২২৮০ ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির মোট ক্ষতি হয় বছরে ৬৩০০ কোটি ডলারেরও বেশি। এসব বিবেচনা থেকেই এই বিমা কোম্পানি অভিনব এই স্কিম নিয়েছে এবং অব্যাহত রেখেছে।

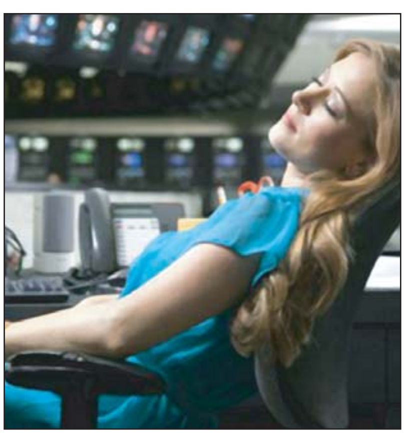

মা-বাবার ফোন কেটে দিলেই লক !

ছেলে টিউশনে গিয়েছে। কিন্তু বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে, আপনি বারবার ফোন করলেও ধরছে না ? মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছে কিন্তু কখন বাড়ি ফিরবে জানতে ফোন করছেন অথচ শুনতে পেয়েও ধরছে না। এই অবস্থায় বাবা-মায়েদের দুশ্চিন্তায় প্রহর গোনা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। অভিভাবকদের এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতেই বাজারে এসেছে নতুন অ্যাপস। নাম 'ইগনোর নো মোর'। বাবা-মাকে এই অ্যাপসটি নিজের ও নিজের সন্তানের ফোনে ডাউনলোড করে নিতে হবে। বারবার ফোন করা সত্ত্বেও সন্তান ফোন না ধরলে নতুন এ অ্যাপসের সাহায্যে লক করে দেওয়া যাবে তার ফোনটি। আর

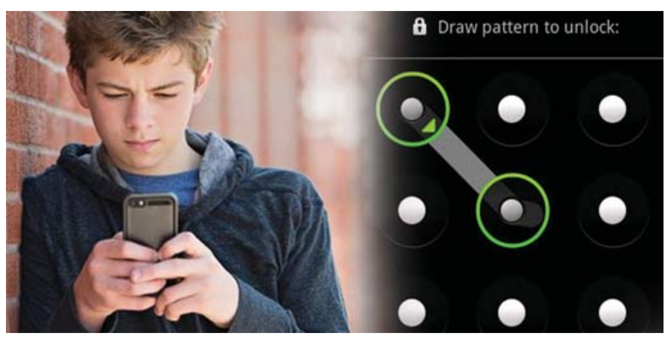

পাসওয়ার্ড জানবেন শুধু আপনিই। আপনার ছেলেমেয়েকে ফোন খোলার জন্য পাসওয়ার্ড জানতে হলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতেই হবে। অ্যাপসটির উদ্ভাবক শ্যারন স্ট্যান্ডফির্ড জানিয়েছেন, ছেলেমেয়েরা আজকাল বাবা-মায়েদের ফোন ধরতে চায় না। তাই এই নতুন অ্যাপসটি তৈরি করা হ'ল। ছেলেমেয়েরা চাইলেও এই অ্যাপসটি তাদের ফোন থেকে আনইনস্টল করতে পারবে না কারণ অ্যাপসটি ডিলিট করতে ই-মেইল ও পাসওয়ার্ড দরকার যা একমাত্র অভিভাবকদের কাছেই থাকবে। অ্যাপসটি কোনো কারণে আন ইনস্টল হয়ে গেলেও মা-বাবার কাছে একটি ই-মেইল যাবে এবং ছেলে বা মেয়ের ফোনটি লক হয়ে যাবে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

যন্ত্রায়ণের প্রভাব নিয়ে আইএলওর সমীক্ষা

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)'র সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামে নিয়মিত শ্রমিকের ৫৬ শতাংশ চাকরি হারানোর উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। পাঁচটি দেশে এমন ঝুঁকিগ্রস্ত শ্রমজীবীর সংখ্যা ১৩ কোটি ৭০ লাখ।

আইএলওর ব্যুরো ফর এমপ্লয়ার্স অ্যাক্টিভিটিজের পরিচালক ডেবোরাহ ফ্রান্স-মাসিন বলেন, যেসব দেশ শ্রমিকের স্বল্প মজুরির সুবাদে বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, তাদের নতুন করে প্রস্তুতি নেয়া জরুরি। ডিজিটাল যন্ত্রপাতির পাশাপাশি শ্রমিকরা যাতে কাজ করে যেতে পারে, সেজন্য তাদের দক্ষতা বাড়াতে হবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ৬৩ কোটির বেশি মানুষের বাস। বস্ত্র ও তৈরি পোশাক, যানবাহন ও হার্ডডিস্ক ড্রাইভসহ কয়েকটি ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের কেন্দ্র এসব অঞ্চল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বস্ত্র, তৈরি পোশাক ও জুতা প্রস্তুত শিল্পে কর্মরত রয়েছে ৯০ লাখ শ্রমজীবী। এদের মধ্যে যন্ত্রায়ণের কারণে কর্মহীন হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে ইন্দোনেশিয়ায় ৬৪ শতাংশ, ভিয়েতনামে ৮৬ ও কম্বোডিয়ায় ৮৮ শতাংশ শ্রমজীবী।

কম্বোডিয়ার তৈরি পোশাক খাতে ছয় লাখ মানুষ কর্মরত রয়েছে। এডিডাস, মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার ও ওয়াল-মার্টের মতো প্রতিষ্ঠানের সরবরাহ আদেশ পূরণ করে এসব শ্রমিক। ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ (টিপিপি) চুক্তিসহ কয়েকটি চুক্তির সুবাদে বড় বাজারে প্রবেশাধিকার রয়েছে কম্বোডিয়ার পার্শ্ববর্তী দেশ ভিয়েতনামের। দেশটির জুতা ও পোশাক শিল্পে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় রেকর্ড পরিমাণ বিনিয়োগ এসেছে। সর্বাধুনিক যন্ত্রায়ণ যেমন-থ্রিডি প্রিন্টিং, পরিধানযোগ্য প্রযুক্তি, ন্যানো টেকনোলজি ও রোবট নিয়োগের কারণে এসব খাতে বড় ধরনের বিচ্যুতির পূর্বাভাস দিয়েছে আইএলও।

আইএলওর সমীক্ষায় বস্ত্র, পোশাক, জুতা, যানবাহন ও যন্ত্রাংশ, ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক্স, বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং ও রিটেনলিঙ্ক এ পাঁচটি খাতের ওপর যন্ত্রায়ণের সম্ভাব্য প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়। এর মধ্যে বস্ত্র, পোশাক ও জুতা শিল্পের কর্মীরা সবচেয়ে ঝুঁকিগ্রস্ত বলে সমীক্ষায় বেরিয়ে আসে। এছাড়া যানবাহন

যন্ত্রায়ণের প্রভাবে চাকরি হারাবে অনেক শ্রমিক

ও যন্ত্রাংশ শিল্পের কর্মীরাও কম ঝুঁকিতে নেই। ইন্দোনেশিয়ায় এ খাতের ৬০ শতাংশের বেশি শ্রমিক যন্ত্রায়ণের কারণে চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে। একই ধরনের ঝুঁকিতে রয়েছে থাইল্যান্ডের যানবাহন ও যন্ত্রাংশ শিল্পের ৭০ শতাংশের বেশি শ্রমিক। উৎপাদনের ভিত্তিতে হিসাব করলে বৈশ্বিক যানবাহন শিল্পে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অবস্থান সপ্তম। আট লাখের বেশি শ্রমিক এ খাতে কর্মরত।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে যানবাহন শিল্পে এগিয়ে রয়েছে থাইল্যান্ড। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো থাইল্যান্ডকে উৎপাদন ও রফতানির আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। থাইল্যান্ডের জিডিপিতে যানবাহন নির্মাণ খাতের অবদান ১০ শতাংশ। সে দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মশক্তির এক-দশমাংশ যানবাহন নির্মাণ খাতে কর্মরত রয়েছে।

যন্ত্রায়ণের কারণে সৃষ্ট এ ঝুঁকি মোকাবেলার প্রস্তুতি হিসেবে মানবসম্পদ বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়েছে আইএলও। সংস্থার ব্যুরো ফর এমপ্লয়ার্স অ্যাক্টিভিটিজের ডেবোরাহ ফ্রান্স-মাসিন বলেন, নীতিনির্ধারকদের এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে মানবসম্পদে বিনিয়োগ ও গবেষণা বাড়ে এবং উচ্চ মূল্যের পণ্য উৎপাদনের পরিবেশ তৈরি হয়।

জি২০ দেশগুলোর একমত পোষণ

বর্তমান পরিস্থিতিতে বৈশ্বিক অর্থনীতির অবস্থা উদ্বেগজনক। মন্থর প্রবৃদ্ধি ও দুর্বল বাণিজ্যের মতো যে সমস্যাগুলো বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধিকে পেছনে টেনে ধরছে, সেগুলো কাটিয়ে উঠতে বড় দেশগুলোকেই নেতৃত্ব দিতে হবে। গ্রুপ অব টোয়েন্টিভুক্ত (জি২০) দেশগুলোর বাণিজ্যমন্ত্রীরা তাই বাণিজ্য ব্যয় হ্রাস, বিভিন্ন দেশের নীতিমালায় সমন্বয় জোরদার এবং অর্থায়ন বৃদ্ধিতে একমত হয়েছেন। সাংহাইয়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জি২০ বাণিজ্যমন্ত্রীদের দুদিনের বৈঠক শেষে চীনা বাণিজ্যমন্ত্রী গাও হুচেং এ কথা জানান। বৈশ্বিক অর্থনীতির মন্থর প্রবৃদ্ধি এবং ব্রিটেনের ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ছাড়ার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট অনিশ্চয়তার মধ্যে জি২০ মন্ত্রীদের এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে চীনের বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বিরাজমান পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক

জি২০ বাণিজ্যমন্ত্রীরা সম্প্রতি বৈঠকে বসে

সম্প্রদায় জি২০ ফোরামের কাছে নেতৃসুলভ ভূমিকা আশা করছে। আমরা যে বড় সমস্যাগুলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি, সেগুলো কাটিয়ে উঠে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও প্রবৃদ্ধির পথ সুগম করতে জি২০ ফোরামকে নেতৃত্ব দিতে হবে।

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ) গত এপ্রিলে বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি পূর্বাভাস ৩ দশমিক ৪ থেকে কমিয়ে ৩ দশমিক ২ শতাংশ করেছে। এ নিয়ে এক বছরে চতুর্থবারের মতো প্রবৃদ্ধি পূর্বাভাস কমিয়েছে আইএমএফ। বৈশ্বিক চাহিদার দুর্বলতা ও ভূরাজনৈতিক ঝুঁকির কারণে আইএমএফ আগামীতেও পঞ্চমবারের মতো প্রবৃদ্ধি পূর্বাভাস কমাবে, এটা অনেকটা নিশ্চিত। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) মনে করছে, টানা পঞ্চম বছরের মতো ২০১৬ সালেও বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ৩ শতাংশের নিচে থাকবে।

ডব্লিউটিওর মহাপরিচালক রবার্তো আজেভেদো বলেছেন, চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঢিমেতালে চলবে। সাংহাইয়ে বৈঠক শেষে জি২০ মন্ত্রীরা যৌথ ঘোষণায় বলেছেন, বৈশ্বিক অর্থনীতির পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া চলমান। তবে এ পুনরুদ্ধারের গতি সবখানে সমান নয়। তেজি, টেকসই ও সুষম প্রবৃদ্ধির যে উচ্চাশা আমরা পোষণ করি, চলমান পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া তার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না। যৌথ ঘোষণায় আরো বলা হয়, আমরা একমত যে, বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির অভিন্ন লক্ষ্য পূরণে আমাদের আরো বেশি কিছু করতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বের অর্থনীতির এই বিরূপ অবস্থানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ চীনের অতিরিক্ত উৎপাদনকে সব সমস্যার মূল হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু চীনা কর্মকর্তারা এই অভিযোগকে অস্বীকার করেন। বৈশ্বিক বাণিজ্য জোরদারের লক্ষ্যে জি২০ মন্ত্রীরা বাণিজ্য অর্থায়ন বৃদ্ধি, সেবা খাত চাঙ্গা করাসহ বেশকিছু পদক্ষেপ নেয়ার প্রশ্নে একমত হয়েছেন। জি২০ যৌথ ঘোষণায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির স্বার্থে বিভিন্ন দেশের সরকারকে বৈষম্যহীন, স্বচ্ছ ও আবাসযোগ্য বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আহ্বান জানানো হয়।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

যাঁরা অবসরে গেলেন....

মোঃ সামছুল হক

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১৮/১/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি :
১/৬/২০১৬
বিভাগ : ডিবিআই-৪

মোঃ শফিকুল ইসলাম

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
১৪/১/১৯৮২
অবসর উত্তর ছুটি :
৩০/৬/২০১৬
বিভাগ : সিএসডি-২

শাফিয়া খানম

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
২/৪/১৯৫৭
অবসর উত্তর ছুটি :
১/৪/২০১৬
মতিঝিল অফিস

আবদুল করিম খান

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১৫/২/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি :
১০/৪/২০১৬
মতিঝিল অফিস

মোঃ রুস্তম আলী আকন্দ

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১৪/২/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি :
৪/৫/২০১৬
মতিঝিল অফিস

ছালেহ আহমেদ খান

(সিনিয়র কেয়ারটেকার)
ব্যাংকে যোগদান :
১৭/২/১৯৭৭
অবসর উত্তর ছুটি :
১/৭/২০১৬
খুলনা অফিস

শোক সংবাদ

বিষ্ণু পদ মালাকার

(মহাব্যবস্থাপক)
জন্ম : ১৭/১/১৯৫২
ব্যাংকে যোগদান :
৫/৪/১৯৭৯
মৃত্যু : ৯/৭/২০১৬
অবসরপ্রাপ্ত

এস, এম, ফেরদৌস হোসেন

(উপমহাব্যবস্থাপক)
জন্ম : ১/১/১৯৫৮
ব্যাংকে যোগদান :
৮/৮/১৯৮৪
মৃত্যু : ১৭/৭/২০১৬

এ. কে. এম আজিজুর রহমান

(উপমহাব্যবস্থাপক)
জন্ম : ১৬/৪/১৯৫৪
ব্যাংকে যোগদান :
১৯/২/১৯৭৬
মৃত্যু : ২৯/৬/২০১৬
অবসরপ্রাপ্ত

কাজী আজিজার রহমান

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
জন্ম : ১৫/৯/১৯৫৭
ব্যাংকে যোগদান :
৪/১১/১৯৮০
মৃত্যু : ৬/৭/২০১৬

মোঃ শাহ আলম

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
জন্ম : ২৮/৬/১৯৬০
ব্যাংকে যোগদান :
২২/৪/১৯৮৪
মৃত্যু : ১২/০৫/২০১৬

মোঃ লুৎফর রহমান

(সিনিয়র কেয়ারটেকার)
জন্ম : ১/১/১৯৬৭
ব্যাংকে যোগদান :
১৫/১২/১৯৮৬
মৃত্যু : ২৩/৬/২০১৬

২০১৬ সালে এসএসসি জিপিএ-৫

নাফিউল ইসলাম আনান
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: নাজমুন নাহার
পিতা: জহিরুল ইসলাম
(এএম, সদরঘাট অফিস)

মোঃ শাকিল
মতিঝিল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: শিউলী আক্তার
পিতা : মোঃ আবু শহীদ
(ডিএম, সদরঘাট অফিস)

পূরবী রায় পূজা
সিলেট সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রীতা রানী সরকার
পিতা: বিনয় ভূষন রায়
(এএম, সিলেট অফিস)

মোঃ মহসিন হাসান শাওন
সিলেট বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল

মাতা: মোছাঃ জাহানারা বেগম
পিতা: মোঃ ইজ্জত আলী
(সিনি. সিটি, সিলেট অফিস)

রাখসান্দা জান্নাত (মেঘলা)
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: ফাতেমা বেগম
পিতা: শেখ গোলাম মোস্তফা
(সিনি. সিটি, সদরঘাট অফিস)

সুমাইয়া রহমান ফারিন
সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: ফাতেমা বেগম মায়া
পিতা: মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
(জেএম, বরিশাল অফিস)

২০১৬ সালে এসএসসি জিপিএ-৫

বাসন্তিকা সাহা শর্মি
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: শিখা রানী সাহা
পিতা: রামানন্দ সাহা
(জেডি, ডিওএস,প্র.কা.)

জাহিদ হাসান অংকুর
সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, এসএসসি-২০১৫ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মৌসুমি সুলতানা অনু
পিতা : মোঃ শাহজালাল
(এডি, সিএসডি-১, প্র.কা.)

বিশেষ কৃতিত্ব

সালেহ্ আহমেদ ভুঞা আদর
মাতা : সেলিনা আসকারী, পিতা : মোঃ হাসান আসকারী ভূঞা, (জেডি, এফইওডি, প্র.কা.) *আদর ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ২০১৬ সালের (৬৮ তম ব্যাচ) এমবিবিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।*

অদিতি বিশ্বাস
মাতা : অনিতা বিশ্বাস, পিতা : বিষ্ণু পদ বিশ্বাস, (ডিজিএম, রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট প্র.কা)। অদিতি ছায়ানট সঙ্গীতবিদ্যায়তন থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিভাগ হতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে

২০১৫ সালে জেএসসি জিপিএ-৫

মোঃ সাকিবুর রহমান
মনিপুর হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: শিরীন আক্তার
পিতা: মোঃ মিজানুর রহমান
(জেডি, আইওডি, প্র.কা.)

সায়মা খাতুন স্বর্ণা
আফিল উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি

মাতা: রশিদা খাতুন
পিতা: মোঃ মিজানুর রহমান
(ডিএম, খুলনা অফিস)

বিতর্ক ঃ পলিসি মেকারের মৌলিক অস্ত্র

এন এ এম সারওয়ারে আখতার

বিশ্ববিদ্যালয়ের থিসিস ডিফেন্সে বিতর্ক হয়তো অনেককে মুক্তি দিয়েছে ডায়াসে উঠে পা কাঁপাকাঁপি আর ঘাবড়ে যাওয়া থেকে। তবে এরই মাঝে কেউ কেউ আবার বিতর্কের চর্চা করেছেন, নিজের স্টাইল তৈরি করেছেন, মাথা খাটিয়েছেন-যাকে আকর্ষণীয়ভাবে আমরা বলি ব্রেন স্টর্মিং। তাদের কাছে বিতর্ক হয়তো সৃষ্টি সুখের উল্লাস। কর্মজীবনে এসে কেউ কেউ ছেড়ে দিয়েছেন, কেউ কেউ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ, ব্যক্তির মৌলিক ও আপোষকামী অস্ত্র হিসেবে বিতর্ক কাজে আসে তার কর্মজীবনেই। বিশেষতঃ যার কাজটি কেবল ছকে বাঁধা রুটিন কাজ নয়, যাকে দেশ-দশের কথা মাথায় রেখে, আইন-কানুন আর বাস্তবতার মিশেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, তৈরি করতে হয় নতুন নতুন পলিসি। কারণ, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের থেকেও পলিসি মেকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এর কার্যকারিতা, গ্রহণযোগ্যতা আর উপযোগিতা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আইনসভা, বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি বিপণন প্রতিষ্ঠানের কৌশল প্রণেতা প্রত্যেকের কাছেই সে হিসেবে বিতর্ক এক মৌলিক অস্ত্র। বিতর্কের চর্চা যার মাঝে রয়েছে তিনি জানেন যৌক্তিক হলে ভিন্নমতকেও শ্রদ্ধা দেখাতে হয়, তিনি বোঝেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে থেকে এগিয়ে যাবার সূত্র কিভাবে আবিষ্কার করতে হয়; তিনি মানেন পদাধিকার বা পেশীর জোর নয়, উপযোগিতা প্রমাণ করেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। নীতি নির্ধারক বা তার সহযোগী হিসেবে যারা কাজ করেন তাদের ব্যালান্স করতে হয় জ্ঞান-প্রথা-প্রচলিত রীতি-প্রয়োজন-বাস্তবতা এসবের মধ্যে। আর বর্তমান পার্টিসিপেটরি ম্যানেজমেন্টের যুগে এই ব্যালান্সিংটা কিন্তু অপরিহার্য। একটি সুন্দর কর্মপরিবেশ আর সুসংহত সেন্টার অব এক্সলেন্স গড়ে তুলতে নেপথ্যে তাই ভূমিকা রাখে বিতর্ক নামের আদি জ্ঞান-শিল্পটি।

বিইআরসি যখন বিদ্যুতের দাম বাড়াবার আগে গণশুনানি করে, পরিবেশ অধিদপ্তর যখন স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় করে, এনবিআর বা বন্দর কর্তৃপক্ষ যখন তাদের উপদেষ্টা কমিটির সভা করে, সাথে তখন এ কাজটিই করা হয়। বিশ্ব রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন-সেখানেও প্রকাশ্য বিতর্ক হয়ে উঠেছে প্রার্থীর যোগ্যতা নিরূপণের অন্যতম মানদণ্ড।

অন্য প্রতিষ্ঠানের কথা না হয় বাদ থাক, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে, যেখানে আমরা অনেকেই এসেছি জাতির প্রতি কিছু দায় শোধ করার মানসে, সেখানে বিতর্কের কি অবস্থান। লক্ষ্য করেছেন হয়তো, প্রতি ষাণ্মাসিকে মনিটরি পলিসি ঘোষণার আগে পেশাজীবীদের সাথে বৈঠক করে বাংলাদেশ ব্যাংক। কারণ, আইন তাকে এককভাবে মনিটরি পলিসি চাপিয়ে দেবার ক্ষমতা দিলেও, স্টেকহোল্ডারের প্রতিক্রিয়াকে সে অস্বীকার করতে পারে না। যদি করে, তবে পলিসি হয়তো হবে, কিন্তু মূল্যায়নে গিয়ে দেখা যাবে ব্যর্থ হয়েছে উদ্দেশ্য। তাই অনেকের মত গ্রহণ। অতঃপর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ পলিসি প্রকাশ। এ এমন এক পলিসি যার প্রচার কিংবা প্রয়োগ ভুল হলে অর্থনীতি হবে বিপর্যস্ত আর রাষ্ট্রযন্ত্রে তার প্রভাব পড়বে সরাসরি। হালের গ্রিস সংকট, কিংবা বিগত দশকের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার দিকে তাকিয়ে দেখুন, সময়োচিত পলিসির অভাবেই এসব ব্যর্থতার জন্ম। ব্রিকস্ কিংবা ব্রেক্সিটের প্রভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থ ব্যবস্থাপনা যেভাবে বদলে যেতে শুরু করেছে তাতে শুধু ডিক্টেটরের মতো বিধান করে দিলেই চুপ থাকার সুযোগ নেই, বিধানের পরিপালন আর পরিপালন উপযোগিতার জায়গাগুলোও চিহ্নিত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যেটি বিশ্ব মুক্তবাজার ব্যাটেল ফিল্ডে নির্ধারণ করে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির রণকৌশল।

জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভাগুলোও, যেখানে জেলা প্রশাসনের সাথে বসেন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি, কেবল আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব নয়; কিংবা মত বা বিধান চাপিয়ে দেবার চেষ্টাও সেখানে নেই। বরং সময় ও প্রয়োজনের সাথে পলিসির অভিযোজনের চেষ্টা রয়েছে সেসব ক্ষেত্রেও। বিআরপিডি, ডিওএস কিংবা এফইপিডি যখন একটা পলিসি করে, সেখানে ইনিশিয়েটিং হ্যান্ড, এডি থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্তা ব্যক্তিদের মধ্যে নোটিং এবং নোটিংয়ের বাইরেও যে মতামত আদান-প্রদানের ধারা, কিংবা কেপিআইভুক্ত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় নিরাপত্তা আর মাসিক কর্ম পরিবেশের যে সভাগুলো হয়, সেখানেও আমরা দেখি যৌক্তিক উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা। এবং এর মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসে গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত। শাখা অফিসেও কোনো জটিল কেসের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিতর্ক বোধের চর্চা সদা সহায়ক বলেই দৃশ্যমান।

■ *লেখক: ডিডি, খুলনা অফিস*

ব্যাংকিং সেবার আওতায় তিন হাজার পথ ও কর্মজীবী শিশু

২০১৪ সালের মার্চ থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত দুই বছরে ৩ হাজার ১৯২ জন সুবিধাবঞ্চিত পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোর ব্যাংকিং সেবার আওতায় এসেছে। এ সময় পথশিশুর পুঞ্জীভূত সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে ২১ লাখ ১২ হাজার টাকা। দেশের ১৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংকে পথশিশুদের এসব অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এর মধ্যে শেষ তিন মাসে খোলা হয়েছে ১৫৮টি ব্যাংক হিসাব। দেশের ১১টি এনজিওর সহায়তায় পথশিশুদের এসব অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

২০১৪ সালের ৯ মার্চ ১০ টাকার নামমাত্র জামানতে পথশিশুদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ করে দিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এ নির্দেশনার পর এনজিও প্রতিনিধিদের সহায়তায় ব্যাংকগুলো পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোরদের জন্য হিসাব খোলার উদ্যোগ নেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে একই বছরের ৩১ মে আনুষ্ঠানিকভাবে পথশিশুদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। প্রাথমিকভাবে ১০টি ব্যাংক পথশিশু ও কর্মজীবী-কিশোরদের ব্যাংক হিসাব খোলার দায়িত্ব নেয়। পরে আরো পাঁচটি ব্যাংক এ মহতী উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়। এগুলো হ'ল- সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, এনসিসি ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, দ্য সিটি ব্যাংক, আল আরাফাহ্ ইসলামি ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক ও উত্তরা ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা যায়, চলতি বছরের মার্চ শেষে পথশিশুদের জন্য সবচেয়ে বেশি ৯৮৫টি হিসাব খুলেছে রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংক। মাসাস ও সাফ নামে দুটি এনজিওর সহায়তায় এসব হিসাব খোলা হয়েছে। এর মধ্যে শেষ তিন মাসে খুলেছে ৩৯টি। ব্যাংকটিতে এসব হিসাবধারী পথশিশুর পুঞ্জীভূত সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ৫৯ হাজার টাকা। ৫২২টি ব্যাংক হিসাব খুলে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে পূবালী ব্যাংক। ব্র্যাক, অপরাজেয় বাংলাদেশ ও নারী মৈত্রী এই তিন এনজিওর সহায়তায় এসব অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এর মধ্যে শেষ তিন মাসে খোলা হয়েছে ২০টি। পূবালী ব্যাংকে পথশিশুদের সঞ্চয় রয়েছে ৬ লাখ ৭ হাজার টাকা। উদ্দীপন নামের একটি এনজিওর সহায়তায় তৃতীয় সর্বোচ্চ ৩৫৩টি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে অগ্রণী ব্যাংকে। এর মধ্যে শেষ তিন মাসে খোলা হয়েছে ৫৩টি। এ ছাড়া ট্রাস্ট ব্যাংক ২৮০টি, ওয়ান ব্যাংক ২৩২টি, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১৬৩টি, ব্যাংক এশিয়ায় ১৬২টি, দ্য সিটি ব্যাংক ১৪৯টি, উত্তরা ব্যাংক ৫২টি, আল আরাফাহ্ ইসলামি ব্যাংক ২৪টি, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক ৩৪টি, ন্যাশনাল ব্যাংক ১৯টি, এনসিসি ব্যাংকে ১৫টি ও সোনালী ব্যাংক ৪টি অ্যাকাউন্ট খুলেছে।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন স্থানে যেমন বস্তি, রাস্তাঘাট, রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, লঞ্চঘাট ও ফুটপাথে বসবাসরত পথশিশু এবং কর্মজীবী শিশু-কিশোরদের ব্যাংকিং সেবায় আনার মাধ্যমে তাদের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা তৈরি, কষ্টে উপার্জিত অর্থের সুরক্ষা, পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রবণতা হ্রাস করাসহ তাদের বৃহত্তর কল্যাণে ব্যাংক হিসাব খোলার মহতী উদ্যোগ নেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে অধিকাংশ পথশিশুর কোনো অভিভাবক না থাকায় এনজিও প্রতিনিধিদের এ কাজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

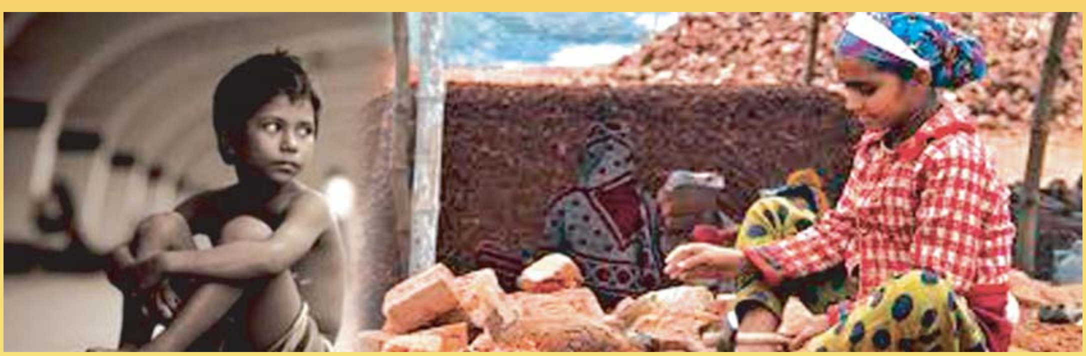

পথশিশুরাও তাদের উপার্জিত অর্থের সুরক্ষার পথ খুঁজে পেয়েছে

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই- মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১৬৫, আরামবাগ, ঢাকা।